Annual Report

2017-18

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

শিল্প মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের অর্থ নীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে বর্তমান সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এ অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হবে যে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ খুব দূরে নয়। সরকারের এ অনন্য সাফল্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমির হোসেন আমু, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ***ÔewlK cwZ‡e`b 2017-2018Õ*** *cKvk n‡"Q ‡R‡b Avwg Avbw›`Z| G mgRbkxj cKvkbvi mv‡_ m¤ú„³ mK‡ji cÖwZ Avgvi AvšÍwiK ï‡f"Qv iBj|*

¯^vaxbZvi ci ciB hy×weaŸ¯Í evsjv‡`k‡K ¶zav I `vwi‡`ªgy³ mg„×-mg„×.iv‡ó cwiYZ Kivi j‡ÿ¨ RvwZi wcZv e½eÜz‡kL gywReyi ingvb wØZxq wec‡ei KgmwP nv‡Z wb‡qwQ‡jb| G KgmwPi gj D‡Ïk¨ wQj, ‡`wkq KvPvgvj I m¤ú` e¨envi K‡i kgNb wkíVq‡bi gva¨‡g evsjv‡`k‡K A_©bwZKfv‡e mg„×.Kiv| LvZwfwËK Drcv`bkxjZv e„w× Ges Drcvw`Z c‡Y¨i ¸YMZgv‡bi DrKl mvab wQj e½eÜzi wkívqb wPšvi †K›`ªwe›`y| Zui wkí `k‡bi AbymiY gvbbxq cavbgšx Rb‡bÎx †kL nwmbvI i|cKí-2021 I i|cKí-2041 †NvlYv K‡i evsjv‡`k‡K mg„×i ‡mvbvjx w`M‡š †cŠQ w`‡Z wbiši cqvm Pvwj‡q hv‡"Qb| Gi d‡j evsjv‡`k Dbq‡bi gnvmoK a‡i `aZ GwM‡q hv‡"Q| RvwZms‡Ni mv¤úwZK gj¨vq‡b evsjv‡`k mvd‡j¨i mv‡_ GjwWwm †_‡K Dbqbkxj †`‡ki ZvwjKvq Ašf³ n‡q‡Q| Gi Av‡M wek e¨vs‡Ki gj¨vq‡b Avgiv wbgga¨g Av‡qi †`k wn‡m‡e ¯xKwZ.†c‡qwQ|

টেকসই শিল্পখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। একই সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া *cwi‡ekevÜe nIqv evÂbxq| G ev¯eZv we‡ePbvq †`ke¨vcx cwi‡ekevÜe meR wkívq‡bi aviv †Rvi`v‡i wkí gšYvjq AMwaKvi wfwË‡Z KvR K‡i hv‡"Q| RvZxq wkíbxwZ 2016 cYq‡bi d‡j †`‡k Ávbwfwˇ wkívq‡bi bZb aviv mPbv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ wRwWwc‡Z wkíLv‡Zi Ae`vb 33 kZvsk Qwo‡q †M‡Q| GmGgBLv‡Zi Dbqb, ¸YMZgvb AeKvVv‡gv* সৃষ্টি, মেধাসম্পদের সুরক্ষা, শিল্প উদ্ভাবন, অ্যাক্রেডিটেশনসহ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুঘটকগুলোর অগ্রগতির ধারা *Ae¨vnZ i‡q‡Q| GKB mv‡_ ‡UKmB †emiKvwiLvZ M‡o Zzj‡Z wkí gšYvjq m¤e me ai‡bi bxwZ mnvqZv w`‡q hv‡"Q| G‡Z K‡i †`‡ki wkíLvZ D¾xweZ n‡"Q Ges* শিল্প মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা এসেছে। উন্নয়নের চলমান ধারা *Ae¨vnZ †i‡L wbawiZ mg‡qi Av‡MB gvbbxq cavbgšx †NwlZ i|cK‡íi ev¯evqb m¤e n‡e e‡j Avgvi wekvm|*

wkí gšYvjq cYxZ ewlK cwZ‡e`bwU MZ A_eQ‡i gšYvjq Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯v¸‡jvi সামগ্রিক কর্মকান্ডের একটি প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। এটি *RbM‡Yi Z_¨ cwßi AwaKvi I †Rvi`vi Ki‡e|*

Avwg wkí gšYvjq cKvwkZ ***ÔewlK cwZ‡e`b 2017-2018Õ*** *Gi eûj cPvi Kvgbv KiwQ|*

আমির হোসেন আমু, এম.পি

12 fv`, 1425 e½vã
27 AvM÷, 2018 wL÷vã

মোঃ আবদুল হালিম
ভারপ্রাপ্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশজ উৎপাদনে শ্রম শক্তি ও শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিল্প নীতি বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা ও পণ্যের মান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে সারের সরবরাহ, মেধা সম্পদ রক্ষা, আত্মকর্ম সংস্থানমূলক প্রশিক্ষণসহ অনুরূপ আরও অনেক কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে পরিচালনা করেছি। প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ের উপরে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ওজন ও পরিমাপের মানদন্ড আইন, ২০১৮ সহ কয়েকটি আইন, পলিসি নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনসহ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, কর্ম ক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের প্রয়োগ, সেবাদান প্রতিশ্রুতি অনুসরণসহ আধুনিক জনকল্যাণমুখী গভর্নেন্সের টুলসসমূহের প্রয়োগ নিবিড় করেছে।

শিল্পখাতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি(শিল্প) কার্ড প্রদান করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণরোধে সিইটিপিসহ ইটিপি ব্যবস্থার জোরদার করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যাদির আলোকে সকলে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে বলে মনে করি।

মোঃ আবদুল হালিম
ভারপ্রাপ্ত সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	১
২.	মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন	২
৩.	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল	৪
৪.	মন্ত্রণালয়ের অর্পিত দায়িত্ব	৪-৫
৫.	মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৬
৬.	জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	৬-৭
৭.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৭
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও বাস্তবায়ন	৮
৯.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি	৮-৯
১০.	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান	৯
১১.	সিআইপি (শিল্প)	১০
১২.	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১১
১৩.	আইসিটি ও ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম	১২
১৪.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা	১৩-২০
১৫.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম	২০
১৬.	প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৩-২৪
১৭.	মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রম	২৪
১৮.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের নামের তালিকা ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:	২৬-৩২
১৯.	(১) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)	৩৪-৪১
২০.	(২) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	৫১-৫৯
২১.	(৩) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৬১-৬৮
২২.	(৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৭০-৭৭
২৩.	(৫) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন(বিএসটিআই)	৭৯-৮২
২৪.	(৬) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৭১-৭৮
২৫.	(৭) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৮০-৮২
২৬.	(৮) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	৮৪-৮৬
২৭.	(৯) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)	৮৮-৯২
২৮.	(১০) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়(বয়লার)	৯৪-৯৬
২৯.	(১১) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	৯৮-৯৯
৩০.	(১২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই)	১০১-১০৮

শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পায়ন অর্থ নীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থ নৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধ মান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ত্বরিৎ অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৬ সালে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন এর অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধ ারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ হিসেবে ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কার্য ক্রম পরিচালিত হত। সরকারের নীতিমালায় ও উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তনের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সংকুচিত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সৃষ্টি করা হয়। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২১টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয় এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। অবশিষ্ট ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতায়, ১৭টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় এবং ০৯টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি) এর অধীনে রাখা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান, আমদানিপণ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের সার্বিক অর্থ নৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্ম কৌশল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়। ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০, লবণ নীতি ২০১১, পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩, বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮ এবং বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্ম সংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অধিকন্তু, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া শিল্পনীতি ২০১৬ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণে মাননীয় মন্ত্রী নেতৃত্ব প্রদান করেন। রুলস অব বিজনেস্১৯৯৬ অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা [Principal Accounting Officer] হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ছয়টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা/স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কার্য বন্টন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moind.gov.bd. প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনবল

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদ অনুযায়ী শূন্য পদের সংখ্যা
সিনিয়র সচিব/সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	১১	-
যুগ্মসচিব	০৪	০৯	-
যুগ্মপ্রধান	০১	০১	-
উপসচিব	১২	১৪	-
উপপ্রধান	০১	০১	-
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩১	১৩	১৮
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৬	০৩	০৩
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহকারী প্রোগামার	০২	-	০২
হিসাব রক্ষন কর্মকর্ত	০১	-	০১
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
প্রশাসনিক কর্মকর্ত	৩৪	৩০	০৪
ব্যক্তিগত কর্মকর্ত	২১	২০	০১
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০	০১
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্ত	০১	০১	-
হিসাব রক্ষক	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০২	০৪
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৯	০৪	২৫
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৫	০৭	০৮
ক্যাশিয়ার	০১	০	০১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	০১	-
ক্যাশ সরকার	০১	০১	-
অফিস সহায়ক	৬২	৪০	২২
সর্বমোট=	২৩৬	১৬১	৯২

মন্ত্রণালয়ের অর্পিত দায়িত্ব

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানত নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তরসমূহের কাজে

গতিশীলতা আনয়নে মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্য পরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

Allocation of Business অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিম্নরূপ

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries.
2. Administration of industrial policy.
3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.
4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for technical assistance, aid *etc*,. in the field of industry.
5. National agencies and institutions for —
   (a) promoting industrial productivity, and
   (b) testing industrial products.
6. Standards and quality control.
7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules).
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries.
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff.
10. Industrial monopolies, combines and trusts.
11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act.
12. Industrial research.
13. Standardization of weights and measures.
14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department.
15. Testing and quality control of industrial and commercial products.
16. Industrial exhibitions and demonstrations.
17. Omitted.
18. Matters relating to National Productivity Organisation.
19. Industrial credit, State aid to industries.
20. Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price and development of salt cottage industry.
21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.*
22. Industrial managemen
23. Co-operation in the industrial sector.
24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division.
25. Co-ordination of the development work of small scale industries.
26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation.
27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings.
28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised industrial corporations.
29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing information about performance of the industries under this Ministry.
30. Communicating to the Corporation Government’s social, economic and development policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare industrial policy.
31. Pricing policy of the products of nationalised industries.
32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the Minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective actions.
33. Ensuring adherence to the financial rules and practices.
34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector corporations to the Cabinet.
35. Secretariat administration including financial matters.
36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.
37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
38. All laws on subject allotted to this Ministry.
39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in courts.
41. Matters relating to ship building, breaking and recycling.**

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০১. আইন, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। Bangladesh Industrial Enterprise (Nationalization) Order, 1972 (P.O. 27 of 1972) এবং উহার সংশোধনীসমূহ রহিত করে বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। Sugar (Road Development Cess) Ordinance, 1960 (East Pakistan Ordinance No. XXIII of 1960) রহিত করে Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন ২০১৮ এবং বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অপরদিকে মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই গেজেটে প্রকাশিত হবে। জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধা সম্পদ নীতিমালা ২০১৮ নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা ২০১৮, Industrial Biotechnology Policy Guidelines এবং জাহাজ শিল্প নীতি ২০১৮ প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে

০২. জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ৯১ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২৯৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	-	০২	-	-	০২
বিসিআইসি	০	০	০	০	০
বিএসএফআইসি	০	০	০	০	০
বিসিক	৪১	০১	০	০৮	৫০
বিএসইসি	০	০	১৬	১৩	২৯
বিএসটিআই	০	০	০	০	০
বিআইএম	০	০	০	০	০
ডিপিডিটি	০৬	০	০	০	০৬
বিটাক	০১	০	০১	০	০২
বিএবি	০	০	০	০	০
এনপিও	০	০	০	০	০
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০	০০
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	০১	০১	০	০	০২
মোট=	৪৯	০৪	১৭	২১	৯১

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	-	০৩	-	০৩
বিসিআইসি	৪১৩	১১৭	২৮৫	৮১৫
বিএসএফআইসি	১৯৭	১০১	০	২৯৮
বিসিক	৭০	৬০	০	১৩০
বিএসইসি	০৮	০	০১	০৯
বিএসটিআই	০	০১	০২	০৩
বিআইএম	০	০	০	০
ডিপিডিটি	০	০	০	০
বিটাক	০	১৬	১৪	৩০
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	০	০	০	০
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	০৫	০	০	০৫
মোট=	৬৯৩	২৯৮	৩০২	১২৯৩

০৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ৭৩০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে১৩৮৪৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং২২২টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ১১৭টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৪৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং১৬০৯টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ২৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রশিক্ষন		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
শিল্প মন্ত্রণালয়	১০৮	১১৮৬	১১২	১৮০	-	-	-	-
বিসিআইসি	৯১	৫২০	০৭	১৪	২০	০২	৫৪৪	০৩
বিএসএফআইসি	৫৯	১৫২৭	০১	০১	০৮	০৭	১৯	১০
বিসিক	২৩	২০০	০৯	১৪	০৩	০৩	০৮	০৩
বিএসইসি	৩০	২৮২	০২	০৩	০৩	০২	১৪	০২
বিএসটিআই	১৯	৪৫	১৯	২০	১৪	০	২৫	০
বিআইএম	০৯	১৩২	০	০	০	০২	০	০১
ডিপিডিটি	০৫	৮৬	১৫	২১	০৪	০	৫৪০	০
বিটাক	১৩	১৩	১৪	১৪	০	০	০	০
বিএবি	১০	২৫৬	০৩	০৬	০২	০৪	০৪	০৫
এনপিও	৪৭	২০৮২	৩৭	৫৪	১০	০	৪৫০	০
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৫	০৬	০৩	০৬	০৪	০	০৫	০
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	৩১৯	৭,৫১০	০	০	৪৯	০	০	০
মোট=	৭৩৮	১৩৮৪৫	২২২	৩৩১	১১	৫	১৬০৯	২৪

৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি অপরিহার্য কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রালয়ের ন্যায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেকতা বাস্তবায়নে যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়। এছাড়া, প্রচারণামূলক কার্য ক্রমের অংশ হিসেবে২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার বিষয়ক১৫টি স্লোগান ব্যানার/ফেস্টুন/পোস্টার আকারে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত স্লোগানগুলো স্টিকার আকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৮ জুন ২০১৮ দপ্তর/সংস্থা প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ০৩টি শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি(Annual Performance Agreement) ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়ন

সরকারের নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গত ২৬ জুলাই ২০১৭ শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিবএবং দপ্তর/সংস্থার পক্ষে স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক ওবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

০৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি

৫.১ সমঝোতা স্মারক

(ক) গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও তুরস্কের জাতীয় মান সংস্থা TSE মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে SME Foundation (SMEF) ও তুরস্কের Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB)-এর মধ্যে এসএমই বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(গ) গত ৫ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে Machinery Manufacturing Cooparation বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। উভয় দেশ কারিগরি জ্ঞান বিনিময়, দক্ষতা উন্নয়নের সহায়তা এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ পাবে।

(ঘ) Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ASTM International USA-এর মধ্যে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ মান বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে BSTI ও ASTM International USA এর মধ্যে তথ্য বিনিময়, মান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা এবং BSTI এর কর্মকর্তাগণের উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া বিগত ০৪ অক্টোবর ২০১৭ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতোপূর্বে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগউন্নয়ন ও সুরক্ষা চুক্তির সম্পূরক অংশ হিসাবে Joint Interpretative Notes (JIN) স্বাক্ষরিত হয়।

৫.২ ৬ষ্ঠ D-8 Ministerial Meeting -এ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর যোগদান

১৪-১৬ নভেম্বর ২০১৭ নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় ৬ষ্ঠ D-8 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাড়াও D-8 ভুক্ত অন্যান্য দেশের মন্ত্রী/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ D-8 ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ খুবই ফলপ্রসূ ও প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর সফরকালে বাংলাদেশের সাথে নাইজেরিয়ার দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে আলোচনায় স্থান পায়। মাননীয় মন্ত্রীর উক্ত সফরকালে নাইজেরিয়া ছাড়াও D-8 ভুক্ত অন্যান্য দেশের মন্ত্রী/প্রতিনিধিগণের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলেচনা হয়। বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করায় মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশে কৃষি, পর্য টন, ফার্মাসিউটিক্যাল, নীটওয়্যার, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, সিমেন্ট, সিরামিক, সমুদ্রগামী জাহাজ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, প্লাস্টিক, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহে বিনিয়োগ করার জন্য আহবান জানান। সম্মেলনে নাইজেরিয়াসহ D-8 ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানির সেক্টরসমূহ চিহ্নিত করা হয়। কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফার্মাসিউটিক্যাল, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ নাইজেরিয়ার সাথে সুষম বাণিজ্যের জন্য নাইজেরিয়া সরকার মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করে। সভায় গঠিত ১৪টি Task Force (TF)-এ বাংলাদেশের সর্ব শেষ অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

০৬. রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান

বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার নির্দেশাবলী২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানের জন্য বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্পের সাথে জড়িত এ পর্যন্ত২৫ জন শিল্প উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানকে “রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে।

“রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার” প্রদান অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

০৭. সিআইপি (শিল্প) মর্যাদা প্রদান

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি(শিল্প) নির্বাচন করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি(শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পদাধিকারবলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর নির্ধারিত ১৫ জন সদস্যকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটাগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। সিআইপি (শিল্প) ব্যক্তিবর্গ কে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সিআইপি (শিল্প) হিসাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট- ৩৪০ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি(সিআইপি-শিল্প) ঘোষণাক্রমে সিআইপি (শিল্প) কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

'সিআইপি (শিল্প) কার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

৭.১ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি(সিআইপি-শিল্প) কার্ড হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যঃ

সাল	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০০৯	৭	২২	৯	১	-	-	-	৩৯
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
২০১৫	৮	২০	১২	৫	২	২	৯	৫৮
২০১৬	৮	২০	১২	৫	১	১	৯	৫৬
সর্বমোট	**৬৪**	**১৩৫**	**৬৭**	**৩০**	**০৮**	**০৫**	**৩১**	**৩৪০**

০৮. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (ship Recycling Industry)

পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্ব মোট২১৮ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণি ত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলেবিভিন্ন ফি বাবদ সর্ব মোট প্রায় ২.১২ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এসোসিয়েশন(বিএসবিএ) এর তথ্য মতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কাস্টমস ডিউটি, AIT, ভ্যাট ইত্যাদি মিলিয়ে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি খাতে জমা হচ্ছে।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ **শিল্পের সার্বি ক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ**

(ক) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সার্বি ক উন্নয়ন পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আলোকে এ শিল্পের সার্বি ক তত্ত্বাবধানের জন্য জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্ম রত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ শিল্পের সার্বি ক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যেInternational Maritime Organization (IMO)'র সহায়তায় Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC Phase-I)' নামক প্রকল্প ২০১৪-২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Impacts) এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব (Environmental Impacts) নিরুপণে দুটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প থেকে উৎপাদিত বর্জ্যের তালিকা (Inventory) এবং ঐসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা (Plan for establishment of a Treatment Storage and Disposal Facility-TSDF) প্রস্তুত করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রকল্পের ফেইজ-১ এর ধারাবাহিকতায় SENSREC Phase-II প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি এপ্রিল/২০১৮-ডিসেম্বর/২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন হবে। ফেইজ-২ এর আওতায় এ শিল্পে কর্ম রত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রায়৭০০ শ্রমিককে হাত-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদন করা হবে। এছাড়া TOT কোর্সে র মাধ্যমে২০০ জন প্রশিক্ষিত ট্রেইনার তৈরি করা হবে। তাছাড়া এ ফেইজের আওতায় হংকং শীপ রিসাইক্লিং কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের করণীয় বিষয়ে একটি রোড-ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে।

(গ) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দে শনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, বরগুনা কর্তৃক জমির মূল্য নির্ধ ারণ করে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিস্তারিত কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিচালনার কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মা ণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাহাজ নির্মা ণশিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চর নিশানবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী মধুপাড়া মৌজা নিয়ে মোট ১০৫ একর জমিতে এ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

০৯. আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্যক্রম

ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের একটি তথ্যবহুল ওয়েবপোর্টাল (www.moind.gov.bd) রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, আইন, নীতিমালা, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ও বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাদি, সিটিজেন চার্টার, সকল বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নোটিশ এবং সার্কুলারসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ইতোমধ্যে ওয়েবপোর্টালে সংযোজন করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৪০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ্ এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। মোবাইল, ল্যাপটপ, মিডিয়া প্যাড ইত্যাদিতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়কে ওয়াইফাই-এর আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তমতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সকল পর্যায়ে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সকলে ইউনিকোডে কার্য সম্পাদন করছেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে নথি ব্যবস্থাপনা (ই-নথি) মূল সার্ভারে চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের রিপোর্ট অনুযায়ী জুন/২০১৮ মাসে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অর্জন করে।

বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ৪ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পাঁচ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৮ জন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এগারটি দপ্তর/সংস্থার ২২ জনসহ মোট ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

১০. শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিবরণী (২০১৭-১৮)

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৮-19	প্রক্ষেপণ	
			২০১৯-২০	২০২০-২১
পরিচালন ব্যয়	৩০৪,৭৫,০০	293,00,00	316,40,00	341,76,00
উন্নয়ন ব্যয়	১৫২০,১৫,০০	1058,57,00	1116,20,00	1176,87,00
মোট	**১৮২৪,৯০,০০**	**1351,57,00**	**1432,60,00**	**1518,63,00**
আবর্তক	৪৭৫,২৩,৭৫	383,34,00	412,17,61	442,65,32
মূলধন	১৩৪৯,৬৬,২৫	967,83,00	1019,86,38	1075,38,67
আর্থিক সম্পদ		40,00	56,00	59,00
মোট	১৮২৪,৯০,০০	**1351,57,00**	**1432,59,99**	**1518,62,99**

১০.1 মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেট ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি % (২০১৭-১৮)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি % (২০১৬-১৭)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
সচিবালয় (শিল্প মন্ত্রণালয়)	৭৬,৭৪,৬২	৭২,৭৭,৫১	৯৪.৮৩	৮৮.৮৬
আন্তর্জাতিক চাঁদা	২,০৫,৫০	১,৫৯,২৪	৭৭.৪৯	৮৭.৭১
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) ভর্তুকী ও মেরামত মঞ্জুরি	১৭১,২১,০০	১৭১,২১,০০	১০০	১০০
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)	১৬৩,৩৪,৬৮	১৬৩,৩৪,৬৮	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৮,৮৬,৪০	৬,৭৫,৩২	৭৬.১৯	৯৯.৯৯
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৪৫,২৯,৫০	৪৫,২৯,৫০	১০০	১০০
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিশেন বোর্ড (বিএবি)	২,১৮,৭০	২,০৫,০০	৯৩.৭৪	৯৩.৭৪
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	১,৫২,৪৫	১,৪১,০৭	৯২.৫৪	৯২.৯৪
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর	৫,৬৬,১৭	৪,৭৩,৪৯	৮৩.৬৩	৯৪.৪৯
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	৪,৮৮,২৯	৪,৫৮,৩১	৯৩.৮৬	৯৪.৯৭
মোট শিল্প মন্ত্রণালয়	৪৮১,৭৭,৩১	৪৭৩,৭৪,১৬	৯৮.৩৩	৯৮.৪৪

১০.2 মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	**প্রকল্প সংখ্যা**	**মোট**	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য**	**শিল্প মন্ত্রণালয়**
২০১৭-১৮	৪৪	৮৫৪.৫৩	৮৪৪.২১	১০৩.২	**৭৫.৪২%**

১০.3 দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক উন্নয়ন বাজেট (২০১৭-১৮) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮		মোট	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
		মোট বরাদ্দ	জি.ও.বি		
	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	
সচিবালয়	৩	৪,৭৬	৪,৭৩	৩.৭১	৭৭.৯৬
বিসিআইসি	৪	১২১.৩৪	১২০.৭৪	১২০.১৩	৯৯.০০
বিএসএফআইসি	৩	৩৫.১০	৪.২৫	২.৮৫	৮.১৩
বিসিক	২৬	৬২১.৮২	৬১৮.৮৯	৪৫১.২৭	৭২.৫৭
বিটাক	২	১৭.৬৮	১৭.৬৮	১৭.৪৩	৯৮.৯৭
বিএসটিআই	৩	৪৪.১৮	৪৩.১৪	৪২.৮৮	৯৭.০৭
বিএসইসি	২	৯.২৫	৯.২৫	৬.০৯	৬৫.৮৪
এনপিও	১	২৫	০.৬৯	০.৬৯	২.৭৬

১০.4 ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) (২০১৭-১৮)	জুন/১৮ পর্যন্ত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি % (২০১৭-১৮)	বিগত অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি % (২০১৬-১৭)
সচিবালয়	৮৪,০২,২৮	১০১,৬৯,২৭	১২১.০৩	৮৭.৯৮
স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৪২১,৪৪,২৪	২৫৩,০৪,৪১	৬০.০৪	২৯.৫৬
বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৪,৫৩,০০	৫,৪৭,১৩	১২০.৭৮	১১৭.৫৬
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর	২০,২৮,৭৫	১৭,৯৩,৮৮	৮৮,৪২	৯০.৩৯
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন	১১,৬৩	২,১৪	২.৫৭	৪১,৭৬
মোট	**৫৩০,৩৯,৯০**	**৩৭৮,১৬,৮৩**	**৭১.৩০**	**৪১.৭৬**

১০.5 মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়

(হাজার টাকায়)

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	পরিচালন ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়
০১	সচিবালয়	৩৭,০৮,০০	২,৬৯,০০
০২	বিসিআইসি	-	২৫২,০১,০০
০৩	বিএসইসি	-	৪৫,০০,০০
০৪	বিএসএফআইসি	১,৩০,০০	৫৮,০০,০০
০৫	বিসিক	১৭০,০০,০০	৫৭৮,০১,০০
০৬	বিটাক	৫৫,০০,০০	৩৪,২০,০০
০৭	বিএসটিআই	-	৭২,২১,০০
০৮	এনপিও	৫,৯৫,০০	৫০,০০
০৯	ডিপিডিটি	৬,৬১,০০	-
১০	বয়লার	১,৯৭,০০	-
১১	বিএবি	২,৫০,০০	-
১২	বিআইএম	১০,৫০,০০	-
১৩	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান	২,০৯,০০	-
	মোট =	**২৯৩,০০,০০**	**১০৫৮,৫৭,০০**

১০.6 ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে লভ্যাংশ/রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা

(হাজার টাকায়)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	**প্রথম কোয়ার্টার**	**দ্বিতীয় কোয়ার্টার**	**তৃতীয় কোয়ার্টার**	**চতুর্থ কোয়ার্টার**	**মোট**
সচিবালয়	২১,১২,৫০	২১,১২,৫০	২১,১২,৫০	২১,১২,৫০	৮৪,৫০,০০
বয়লার	১,০৫,০০	১,১৫,০০	১,২০,০০	১,৪০,০০	৪,৮০,০০
ডিপিডিটি	৫,৫৫,০০	৫,৫৫,০০	৫,৫৫,০০	৫,৫৫,০০	২২,২০,০০
এনপিও	১০,৪৯	১,৩০	৩৫	১৬	১২,৩০
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা	১০৭,৯২,৫০	১০৭,৯২,৫০	১০৭,৯২,৫০	১০৭,৯২,৫০	৪৩১,৭০,০০
মোট	**১৩৫,৮৩,০৭**	**১৩৫,৮৩,০৭**	**১৩৫,৮৩,০৭**	**১৩৫,৮৩,০৭**	**৫৪৩,০০,০০**

১০.7 মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্য ক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্য ক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
1. টেকসই এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন	• বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন এবং জলবায়ু সংবেদনশীল আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর • শিল্পে উৎপাদিত নতুন পণ্যের ডিজাইন নিবন্ধন • শিল্প পণ্যের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন	• পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
	• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন • বিপণন সমীক্ষা ও সাব-সেক্টর স্টাডি পরিচালনা ও প্রকাশ • বিপণন ব্যবস্থাকরণ • বেকারত্ব দূরিকরণ	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
2. পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নিতকরণ	• পণ্যের জাতীয় মাননির্ধারণ ওআন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যবিধান (Harmonization)	• বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
	• মান নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম পরিচালনা • ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরিসহ সকল টেস্টিং ল্যাবরেটরির মান নিয়ন্ত্রণ • খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ • 15189ISO অনুসারে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান • ISO/IEC17020 অনুসারে পরিদর্শন সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান	• বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
	• লবণ উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
3. পরিবেশ বান্ধব টেকসই শিল্পায়ন	• অপারেটরের পরীক্ষা গ্রহণ • বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান • বয়লার সার্টিফিকেশন	• প্রধান বয়লার পরিদর্শন কার্যালয়
	• সেন্ট্রাল এ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP/CETP) স্থাপন	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
4. উচ্চ অগ্রাধিকার সবুজ শিল্পের বিকাশ	• লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ • শিল্প পণ্যের উৎপাদন জোরদারকরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
	• ভোজ্য তেলে ভিটামিন"এ" মিশ্রণ সমৃদ্ধকরণ	• সচিবালয়
	• সার, কাগজ, সিমেন্ট, স্যানিটারিওয়্যার, হার্ড বোর্ড কেবলস ও গ্লাসশিট উৎপাদন অব্যাহত রাখা • কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার আমদানি	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)
	• চিনির উৎপাদন অব্যাহত রাখা	• বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন(বিএসএফআইসি)
	• কেবলস উৎপাদন অব্যাহত রাখা • জাহাজ নির্মাণশিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)
5. শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা	• ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট **(BIM)**
	• হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন	• বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র (বিটাক)
	• রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানাগুলোর শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
6. কর্মসংস্থান এবং জীবিকা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি	• নুতন সার কারখানা স্থাপন করা	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	• প্রকৌশল শিল্প পণ্য উৎপাদন	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্য ক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
	• চামড়া শিল্পের উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান	কর্পোরেশন (বিএসইসি) • বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
7. লাভজনক এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পায়ন নিশ্চিত করা	• সরকারি-বেসরকারি শিল্প-কারখানা অলাভজনক হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এসম্পর্কিত গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনা	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

১০.8 দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ	
		২০১৯-২০	২০২০-২১
দারিদ্র্য নিরসন	৮৫২,১৪,১০	৯০৪,৮২,১৫	৯৫৫,৯০,৮৭
নারী উন্নয়ন	৭৪৯,৫২,৩৪	৭৯৪,৫৩,৩৮	৮৪৩,২৫,৯৫
জলবায়ু পরিবর্তন	৫০,৫২,৯১	৫৬,৫৯,২৬	৬৩,৩৮,৩৭

১০.9 দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ুর উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

১০.৯.১ শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: শিল্প নীতি ও আইনসমূহ যুগোপযোগী করা হলে শিল্প বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। শ্রম স্বার্থ রক্ষা ও উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠলে কর্ম সংস্থানবাড়বে এবং দেশের সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে। ফলে দরিদ্র জন গোষ্ঠির কর্ম সংস্থানের পাশাপাশি তাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকিহ্রাস করবে। ফলে শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপরপ্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ নিশ্চিতকরণের জন্য উপযোগী এবং জলবায়ু সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা অর্জন।

১০.৯.২ পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: গুণগত ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সহজলভ্য করা হলে, তা ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী। নারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপরপ্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই।

১০.৯.৩ পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত হলে শিল্প পরিবেশের উন্নতি হবে। ফলে শিল্প শ্রমিকসহ পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে৷

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে কর্মজীবী মায়েদের সুস্বাস্থ্য এবং তাদের পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপরপ্রভাব: মানসম্মত প্রযুক্তির বয়লার ব্যবহার নিশ্চিত হলে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি কম হবে। পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের ফলে পরিবেশে গ্রিন হাইজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাস পাবে যা জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০.৯.৪ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: সার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষিজ পণ্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। এতে দরিদ্র চাষীদের অর্থ নৈতিকস্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: কৃষি খাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা জড়িত। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে নারীর উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের ফলে নারীর কর্ম সংস্থানের হারও বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই।

১০.৯.৫ শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকদের বর্ধিত আয় নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব:বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই।

১০.৯.৬ কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে মঙ্গা এলাকায় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশাল অংশ কর্মে সম্পৃক্ত থাকবে, যা মঙ্গা এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হলে মূলতঃ নারীদের কর্মসংস্থান বেশি হবে, যা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব: শিল্প কারখানা বিশেষ করে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট কারখানা স্থাপনের ফলে বায়ুতে কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গমন এবং শিল্প বর্জ্য হতে মিথেন নির্গমনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, কল-কারখানায় বর্জ্য পরিশোধানগার (ইটিপি) স্থাপনের মাধ্যমে এ ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

১০.৯.৭ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: পূর্ণ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা এবং অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক করা হলে চাকরির নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও শ্রম অসন্তোষ হ্রাস পাবে। ফলে সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই।

১০.10 অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. **রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন** দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সম্ভাবনা ও চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা। জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্লাস্টিক মুদ্রণ, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেশের গ্যাস, কয়লা, খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল	• **টেকসই এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল** শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন • **কর্মসংস্থান এবং জীবিকা** অর্জনে **সুযোগ** সৃষ্টি • **লাভজনক এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্প নিশ্চিত** করা

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি Balancing Modernisation Replacement and Expansion (BMRE) এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা চালুকরণ ও লাভজনক করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	
২. বিসিকের শিল্প নগরী-অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ • উচ্চ অগ্রাধিকার সবুজ শিল্পের বিকাশ • শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা • কর্মসংস্থান এবং জীবিকা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি
৩. কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দেশে সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে আরো ১ (এক) টি নতুন সার কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• উচ্চ অগ্রাধিকার সবুজ শিল্পের বিকাশ
৪. দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা ঢাকা নগরীর দূষণ হ্রাসের জন্য ট্যানারি, গার্মেন্টস ও ফার্মাস্টিটিক্যালস শিল্পসমূহের অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণপূর্ব কএগুলো নগরীর বাইরে স্থানান্তর করা এবং শিল্প পার্কসমূহে "Central Effluent Treatment Plant(ETP/CETP)" বাস্তবায়ন করা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য অপরিহার্য বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• পরিবেশ বান্ধব টেকসই শিল্প উন্নয়ন
৫. শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান বিসিক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

১০.11 মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৬-17		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান	১-৭	%	৩৩	32.48	৩৫	3৬	৩৭	৩৮	৪০
২. শিল্প উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার									
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	২,৪,৫,৭	%	১৪	১১.৩২	১৪	১৪	১৪	১৫	১৬
খ) ক্ষুদ্র শিল্প			১৫	৯.২১	১৬	১৫	১৬	১৭	১৭
৩. রাসায়নিক সারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের হার	৪,৬	%	51.96	৪৩.৯৩	৫১.৯৬	৫১.৯৬	৫০.০০	৫৬.০০	৫৮.০০
৪. চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ব অংশ	৪	%	১১	৮	১১	১২	১৩	১৪	১৪

১০.12 মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক অর্জন

বাংলাদেশে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিডিপি'তে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শিল্প খাতের অবদান ৩২.৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেতা ৩৩.৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে জাতীয় "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন করার বিষয়ে বিবৃত হয়েছে। দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ বিষয়ে 4(টি) দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১3 জনকে বিভিন্ন

ক্যাটাগরিতে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান এবং ৫৬ জনকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি(সিআইপি) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮, হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫। বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। Sugar (Road Development Cess) Ordinance, 1960 (East Pakistan Ordinance No. XXIII of 1960) রহিত করে Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অপরদিকে মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই গেজেটে প্রকাশিত হবে। জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধা সম্পদ নীতিমালা ২০১৮ নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা ২০১৮, Industrial Biotechnology Policy Guidelines এবং জাহাজ শিল্প নীতি ২০১৮ প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে

১০.13 মন্ত্রণালয়ের মোট নারী বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯			সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮			বাজেট ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত বাজেট	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা
মোট বাজেট	৪৬৪৫৭৪	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩৭১৪৯৫	৮৬১১৬৯১	২৩.২০	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১৩৫২	৭৪৯	৫৫.৪৫	১৩৫২	২১৬	১৫৯৭	১৮২৫	৯৫৭	৫২.৪৫
উন্নয়ন বাজেট	১০৫৯	৭১৪	৬৭.৪৮	৮৫৪	১২৪	১৪.৪৮	১৫২০	৮৬৩	৫৬.৭৯
অনুন্নয়ন বাজেট	২৯৩	৩৫	১১.৯৯	৪৯৮	৯২	১৮.৫৪	৩০৫	৯৪	৩০.৮

১০.14 নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১০.১৪.১ ভিশন ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে১২০০ জন নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Skill for Employment Investment program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় মেশিনসপ, ওয়েল্ডিং ও ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে ১৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের মধ্য থেকে প্রায় ২৮৯ জনকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

১০.১৪.২ বিসিক নকশা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩টি ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পার্বত্যজেলাসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.১৪.৩ বৈশাখী মেলা, স্বাধীনতা মেলা, বিজয় মেলা, উন্নয়ন মেলা, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন, লালন মেলা, সুলতান মেলাসহ দেশ বিদেশের অন্যান্য মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের জন্য বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ন্যায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বিসিকের নতুন বাস্তবায়িত শিল্পনগরীগুলোতে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়।

১০.১৪.৪ এসএমই ব্যাংকিং এর প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সার্বিক কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।২০১৭-১৮ অর্থ বছরে৫৩৮৭৪টি সিএমএসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করা হয় যার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৯.২৭ শতাংশ বেশী। নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২০১৭ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪,৭৭২.৯৯ কোটি টাকা।

১০.১৪.৫ সিএমএসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি সিএমএসএমই ঋণসরবরাহ করছে। বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এবং নিজস্ব অর্থায়নে মোট০৫টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। ইউনাইটেড ন্যাশনস্

ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউএনসিডিএফ) এর অর্থায়নে পাইলট ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১০.১৪.৬ ১৯৯৭-৯৮ সালে গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনে জানা যায়, ভিটামিন-'এ' ঘাটতি শিশু ও গ্রামীণ নারীদের (বিশেষভাবে গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মা) মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করে। এ ছাড়া কিশোরীদের মধ্যেও ভিটামিন-'এ' ঘাটতিজিনত রোগ দেখা যায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাব থেকে মহিলা ও শিশুদের অ্যানিমিয়া হতে পারে, গর্ভকালীন মৃত্যুঝুঁকি ও বিষন্নতা বাড়ায় এবং কার্য ক্ষমতা কমায়। ভিটামিন-'এ' ঘাটতিজনিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ইউনিসেফ-এর কারিগরি সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা এবং কিশোরীদের অপুষ্টি প্রতিরোধ সবচেয়ে উপযোগী কার্যক্রম এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১১. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম

শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে হলে এসএমই খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এসএমই'র মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে অধিক গতিশীল করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ খাতে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের একটি শিল্প সমৃদ্ধ ও ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করা, রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান দ্বিগুণ করা এবং দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পা বাস্তবায়নের জন্য এসএমই এর টেকসই বিকাশ অত্যাবশ্যক।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং এসএমই অধিশাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত "Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১২ সালের জুন মাসে আরম্ভ হয়ে গত ২৮.০২.২১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল এসএমই'র উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণ। প্রকল্পে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৪১.৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৮.৯০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অবদান ১৩২.৮৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ

কম্পোনেন্ট-১

- খসড়া এসএমই পলিসি এবং ক্লাস্টার পলিসি প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ৪২টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও ৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- একটি সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে;
- পাঁচটি রিসার্চ পেপার প্রস্তুত করা হয়েছে; এবং
- এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য কয়েকটি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-২

- ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৪৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯,৯৫৮ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪,০৬০ জন ব্যক্তির নতুন কর্মসংসস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
- ৮,১১১ জন ব্যক্তির চাকুরীর মান উন্নত হয়েছে;
- ক্ষুদ্র চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারীদের জন্য দুইটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- গার্মেন্টস এক্সেসরিজ খাতে একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- স্পেশালাইজড গার্মেন্টস খাতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- গ্রামীণ কৃষকদের জন্য দিনাজপুরে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- কলা গাছ থেকে প্রাকৃতিক সুতা তৈরীর লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের ব্যবহারের জন্য ২০টি মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-৩

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ কম্পোনেন্টের অধীনে ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং ১১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমূহে ১,৩৭৩ জন এবং সেমিনারসমুহে ৩,১৪৯ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

১২. প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

১২.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন রুপকল্প ২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১৬-২০২০) গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)। এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবেশিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৪৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫৪.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ৮৪৪.২১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৩২ কোটি)। এ বরাদ্দ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত৮১৮.৮৩ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৯৫.৮২%) অবমুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ৮০৯.৩৭ কোটি (বরাদ্দের ৯৫.৮৭%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৯.৪৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯১.৬৮%)। এ সময়ে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৬৪৪.৫১ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭৫.৪২ %), যার মধ্যে জিওবি ৬৩৫.০৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭৫.২২%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৯.৪৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯১.৬৮%)।

১২.২ শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প

Af¨šixY Drcv`b †\_‡K mv‡ii Pvwn`v †gUv‡Z wm‡j‡Ui †dÂMy‡ঞ্জ মোট ৪৯৮৪৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে *ewlK 5 jvL 80 nvRvi 8kÓ †gwUK Ub Drcv`b ¶gZvm¤úb kvnRvjvj dvwUjvBRvi KviLvbv wbgvY Kiv n‡q‡Q|* গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪-১০-২০১৬ যৌথভাবে কারখানাটির শুভ উদ্বোধন করেছেন। সুবৃহৎ সার কারখানায় ২০১৬ সন থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। উক্ত বাস্তবায়নের ফলে দেশের সারের চাহিদা অনেকাংশে মিটানো সম্ভব হয়েছে।

১২.৩ *evdvi †MvWvDb ¯'vc*ন প্রকল্প

সারের সুষ্ঠু বিতরণ সারের সুষ্ঠু বিতরণ অব্যাহত রাখা ও ভবিষ্যতে সারের বর্ধিত চাহিদামোকাবেলার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৮২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রতিটি ১০,০০০ মেঃটন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের ১৩টি জেলায় নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, *†`‡ki wewfb ¯'v‡b 5,10,000 †gwUK Ub aviY ¶gZv m¤úb Av‡iv 34 wU evdvi* গোডাউন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম *Pj‡Q|* বিগত দশ *eQ‡i †`‡ki mv‡ii †Kvb msKU †`Lv hvqwb| †`‡ki KlK I RbM‡Yi Kv‡Q mvi mieivn wbwðZ Kiv n‡q‡Q|*

১২.৪ সাভার চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্প

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়ণপুর ও চরআলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯২টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। নির্মাণাধীন CETP এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের২১টি অঙ্গের সিভিল কাজের প্রায় ৯৭% এর অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৭১৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ এবং পানি সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস ইউনিটসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়াও শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)এর মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চামড়া শিল্পে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা জাতীয় আয়ে (জিডিপিতে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এখানে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপন হবে। ইতোমধ্যে ১১৫টি শিল্প ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে। এতে প্রায় ১.০০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

১২.৫ সর্ব জনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প

সর্ব জনীন আয়োডিনযুক্তলবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন এ সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতি জনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে "সর্ব জনীন আয়োডিনযুক্তলবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

১২.৬ এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্প

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ৪৩ টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ ঔষধ শিল্পের আরো উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়াতে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারসহ একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এজন্য ইতোমধ্যে ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ শিল্প পার্কে ৩.২৭ একর আয়তনের 'এ' টাইপ প্লট ৩০টি, ২.৩৫ একর আয়তনের 'বি' টাইপ প্লট ৫টি এবং ১.৩৩ একর থেকে ৩.০০ একর আয়তনের 'এস' টাইপ প্লট ৭টি সহ মোট ৪২টি শিল্পপ্লট তৈরী করে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৭ বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প

বিএসটিআই এর কার্য ক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম এ খুলনায় বিএসটিআই এর ভবনসহ আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকায়ন শীর্ষ ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া "Establishment of Testing facilities of Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor in BSTI" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই এর Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor পরীক্ষার জন্য ল্যাব স্থাপিত হবে।

১২.৮ নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

"নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি মোট ৩২৪১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০14 হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত বিদ্যামান চিনিকলটির উৎপাদন বহুমূখী করণের মাধ্যমে চিনির পাশাপাশি রিফাইন্ড সুগার, এ্যালোকোহল, বায়োগ্যাস ও বায়ো-কম্পোস্ট উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্য ন্তপ্রকল্পের অগ্রগতি **১০.২১ %**। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্ট বুয়েট, BERC, PDB, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্য ালোচনাকাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

১২.৯ ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে

বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় মূলত: বিদ্যমান চিনিকলের সাথে পরীক্ষামূলক বিট সুগার প্ল্যান্ট, সুগার রিফাইনারি, কো-জেনারেশন, ডিস্টিলারি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং বায়োকম্পোষ্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্তপ্রকল্পের অগ্রগতি ৯.৫৮%।

১২.১০ প্রকল্প বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প

বিটাক কর্তৃক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যেমে ২০১৮ পর্যন্ত১২,৬৭০ জন পুরুষ এবং ৯,৩০০ জন মহিলাসহ সর্বমোট২১,৯৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত৩,৫৬০ জন পুরুষ এবং ৩,৪০৭ জন মহিলাসহ সর্বমোট৬,৯৬৭ জন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত আছেন৷ “বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন”-শীর্ষক প্রকল্পটি৭২২৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১২.১১ এছাড়াও কুমারখালি, গোপালগঞ্জ, মিরসরাই, ভৈরব, নরসিংদি, সিরাজগঞ্জ, শ্রীমঙ্গাল, পাবনা, ঝালকাঠি, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন/সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে।

১৩. মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রম

অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্তশিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনি ১১টি দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তির চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	সংকলন	মোট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান
১।	বিসিআইসি	৭৮৪	১১০০	৫৫	১৭১	২১১০	১৯৬০৫৮৫.৬৬
২।	বিএসএফআইসি	৭২৫	৮৩৭	১০	৪৫	১৬১৭	৪৩৪৪৭৫.৩৭
৩।	বিএসইসি	৪১৯	৪৫৪	১৭	৭০	৯৬০	১১৫৯২৬.৭২
৪।	বিসিক	১৫৩৪	৫৪১	১৫	৮	২০৯৮	১৬৫৭৩০.৬৭
৫।	বিএসটিআই	২২৪	৫৮	-	-	২৮২	৬০৮৪.৯৩
৬।	বিটাক	৯	১১	-	১	২১	১৬১৯.২৮
৭।	বিআইএম	৪৮	১৭	-	৩	৬৮	১৯৯.১২
৮।	ডিপিডিটি	১২	৭	-	-	১৯	২৩৫২.৩৪
৯।	বিএবি	৫	৮	-	-	১৩	১০৩.২৪
১০।	এনপিও	১	-	-	-	১	৮.৩০
১১।	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	১	-	-	-	১	৩৪৭.৩০
	মোটঃ	৩৭৬২	৩০৩৩	৯৭	২৯৮	৭১৯০	২৬৮৭৪৩২.৯৩

ছাব্বিশ হাজার আটশত চুয়াত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা।

<u>**ত্রিপক্ষীয় সভার প্রতিবেদন (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত):**</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর সংস্থার নাম	সভার সংখ্যা	আলোচিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	নিস্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
১।	বিসিআইসি	১১ টি	২৭৫ টি	১৯৩ টি	২৬৮২৯১.৯০
২।	বিএসএফআইসি	৯ টি	৪৫৩ টি	৩৪৪ টি	৯৯৮৬২.০৯
৩।	বিএসইসি	০৯ টি	২১২ টি	১১৯ টি	২২২৫২.৮৯
৪।	বিসিক	১০ টি	৩২৪ টি	১৫৩ টি	৪৫২১০.৬০
৫।	বিএসটিআই	০১ টি	১৯ টি	১৪ টি	৬৫৬.৭৫

৬।	বিটাক	০১ টি	০৭ টি	০৬ টি	১২৮৬.৬৪
৭।	বিআইএম	০	০	০	০.০০
৮।	এনপিও	০	০	০	০.০০
৯।	বিএবি	০	০	০	০.০০
১০।	ডিপিডিটি	০	০	০	০.০০
১১।	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০.০০
	সর্বমোট	**৪১ টি**	**১২৯০ টি**	**৮২৯ টি**	**৪৩৭৫৬০.৮৭**

পর্যালোচনাপ্রতিবেদন হতে দেখা যাচ্ছে সর্বমোট৪১ টি ত্রিপক্ষীয় সভায় ১২৯০ টি আলোচিত অনুচ্ছেদের মধ্যে ৮২৯ টি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশের হার ৬৪.২৬%।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন(বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যাল

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর করপোরেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। দেশে সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউরিয়া সার উৎপাদন, আমদানি ও দেশব্যাপী সরবরাহের মত গুরু দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিসিআইসি দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল ও১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার কারখানা রয়েছে। দেশকে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ন করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৪ শত ৯৮ মেট্রিন টন ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৯১ টি উপজেলায় প্রায় ৫৫৯৫ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ কার্য ক্রমপরিচালনা করে থাকে। বর্তমান সরকার স্বল্প মূল্যে ও যথা সময়ে দেশের আপামর কৃষকের দোরগোড়ায় ¯í g‡j¨ I `ªZZg mg‡q mvi mieivn wbwðZ করেছেন|

বিসিআইসি দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গণে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন "Training Institute for Chemical Industries" স্থাপন করা হয়। এটি বিসিআইসি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসির প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবীশ ও চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরি কর্মকর্তা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ থেকে প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায়৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

বিগত *3* (তিন) বছরের (*2015-2016* থেকে *2017-2018*) কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিবরণ

কারখানার নাম	উৎপাদন (লক্ষ টাকায়)			বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)		
	2015-2016	**2016-2017**	**2017-2018**	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**
এসএফসিএল	30858.24	55141.10	49936.04	9468.90	57988.25	62025.74
সিইউএফএল	0.00	0.00	14276.50	0.00	0.00	14845.71
জেএফসিএল	64078.28	49019.49	42179.06	69279.43	56864.10	48706.31
এএফসিসিএল	26621.56	11245.50	0.00	26086.81	11751.87	444.36
ইউএফএফএল	14076.44	8893.64	0.00	25554.98	25785.55	0.00
পিইউএফএল	5374.32	4881.04	0.00	5984.11	5072.54	92.20
টিএসপিসিএল	19016.40	21438.07	20071.80	18694.44	22162.93	19839.39
ডিএপিএফসিএল	23405.72	13560.34	12343.18	21412.85	16502.24	13599.44
কেপিএমএল	9394.63	6185.86	3184.00	9798.64	5664.20	3284.09
সিসিসিএল	2704.50	3542.13	3109.85	2865.19	3672.70	3278.43
ইউজিএসএফএল	1714.19	1835.79	2609.52	2401.01	2298.79	2705.61
বিআইএসএফএল	2319.67	1518.94	1738.28	3840.67	4558.60	5779.74
মোট=	**199563.95**	**177261.90**	**149448.23**	**195387.03**	**212321.77**	**174601.02**

বিগত *3* (তিন) বছরের (*2015-2016* থেকে *2017-2018*) কারখানাভিত্তিক উৎপাদনের গ্রাফ চিত্র

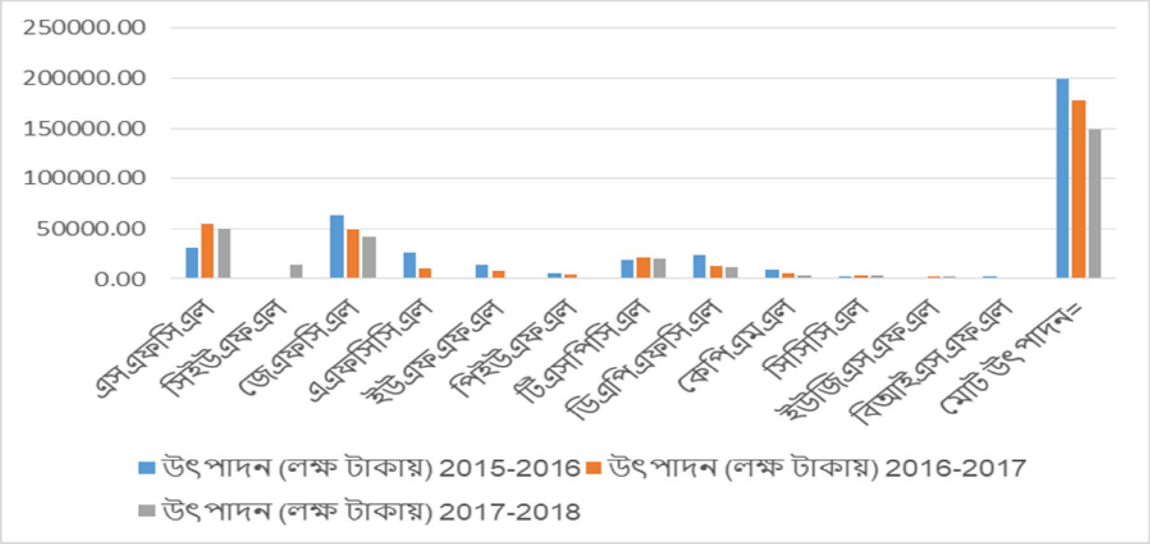

বিগত *3* (তিন) বছরের (*2015-2016* থেকে *2017-2018*) কারখানাভিত্তিক বিক্রয়ের গ্রাফ চিত্র

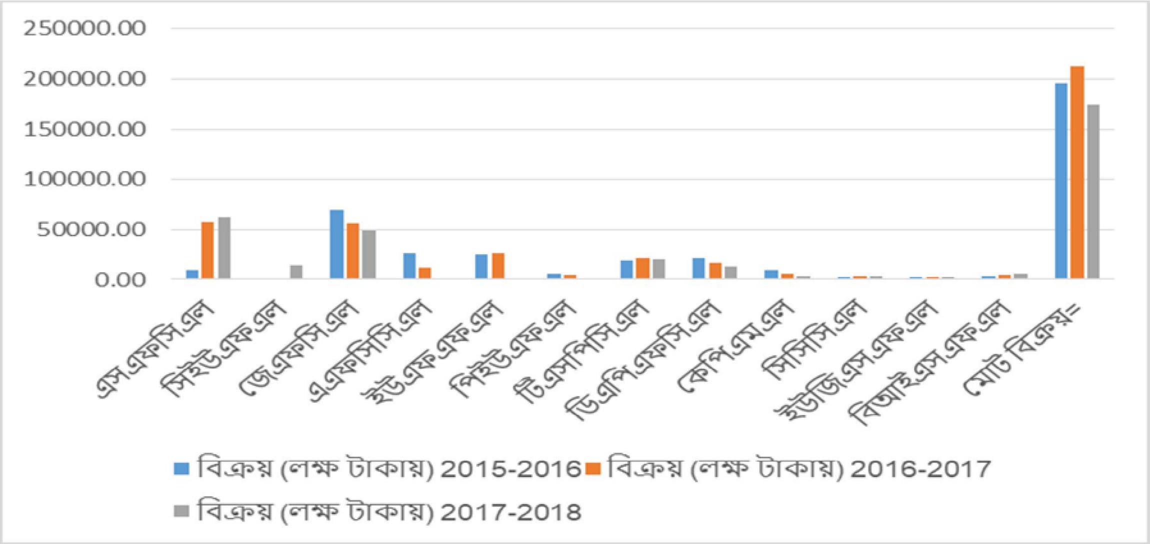

বিসিআইসি'র চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ০৩ (তিন) বছরের কর পরবর্তী লাভ/(লোকসান) নিম্নরূপ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	কারখানার নাম	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮ (সাময়িক হিসাব)
১	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	(৫৬.৪৯)	(২১৫.১৮)	(২৪৭.৮৪)
২	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড	(৫৭.০২)	(১০৫.৩১)	(৩.১২)
৩	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	১৭০.৮৬	১৬৬.৫৬	২২.৪২
৪	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	৬০.৬৮	(৩৭.৯৩)	(১৩৪.২৩)
৫	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	(৯১.৫৪)	(১৩৩.২৫)	(১৯২.৮৭)
৬	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	(৩১.৫৮)	(৩৫.১০)	(৪৫.৪৮)
৭	টিএসপি কোম্পানি লিমিটেড	২৮.৮৬	৩১.৮৫	৫১.৭২
৮	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	০	০	০
৯	কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড	(৭৪.২৯)	(৫৮.৮৪)	(২৭.৮৭)

১০	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড	(৪২.৮০)	(৪১.৫০)	(৪১.৭৬)
১১	বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	(৫.০৭)	(৬.৮০)	(০.৫১)
১২	উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লিমিটেড	(৭.৯১)	(৭.৮৮)	(২.৩৫)
	মোট লাভ/(লোকসান)	**(১০৬.৩০)**	**(৪৪৩.৩৮)**	**(৬২১.৮৯)**

বিসিআইসির কারখানা সমূহের লোকসানের কারণ, উত্তরণের উপায় ও চ্যালেঞ্জসমূহের তথ্য নিম্নরূপ

লোকসানের কারণ

- কারখানাগুলোর আয়ুষ্কাল ও ক্রমশ ডাউন টাইম বৃদ্ধি পাওয়ায়
- কারখানাগুলোরতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সংকট
- চলতি মূলধনের ঘাটতি
- কারখানাগুলোর যথাসময় ওভারহলিং কিংবা পূর্নাঙ্গা বিএমআরই না হওয়া
- কারখানাগুলোর উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরনের মূল্য বৃদ্ধি
- কারখানাগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ ও মেরামত খাতে ক্রমশ ব্যয় বৃদ্ধি
- কারখানাগুলোর বেতন-ভাতাদি খাতে ক্রমশ ব্যয় বৃদ্ধি
- গ্যাস ও বিদ্যুতের ক্রমশ মূল্য বৃদ্ধি।

উত্তরণের উপায়

- বিদুৎ এবং নির্ধারিত চাপে এবং পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- কারখানাসমূহ পুরাতন হওয়ায় পর্যায়ক্রমে রিনোভেশন ও রক্ষণাবেক্ষণকরণ
- দক্ষ জনবল তৈরিতে সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান
- ঘাটতি জনবল জরুরিভিত্তিতে নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণকরণ।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

- পর্যাপ্ত অর্থের যোগান
- দক্ষ জনবলের তৈরি
- পর্যাপ্ত গ্যাস ওবিদ্যুৎ সরবরাহ
- কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- সঠিক সময় কারখানাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা
- কারখানার আপগ্রেডেশন সঠিক সময়ে করা নিশ্চিত করণ।

যৌথ উদ্যোগে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ্যমাত্রা
১	কর্ণ ফুলীফার্টি লাইজা কোং লি.	ইউরিয়া সার	৪৩.৫১%	২০০৪৯.৮৫
২	স্যানোফি (বাংলাদেশ) লি.	ঔষধ	১৯.৯৬%	৭০০.১৮
৩	বায়ার ক্রোপ সায়েন্স লি.	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৮০.০০
৪	নোভারটিস (বাংলাদেশ) লি.	ঔষধ ও এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৬৫০.০২৪
৫	সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লি.	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৪১০.৫৭৬
৬	মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	পলি প্রপাইলিন ওভেন ব্যাগ এবং স্যাক ক্রাফট পেপার ব্যাগ	২০%	৩৪০.০০

বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ টাকা
১	ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.	নিরাপদ দিয়াশলাই	৩০%	২৫৫.০০
২	বাল্ক ম্যানেজমেন্ট (বিডি) লি.	প্যাকেজিং এন্ড সার্ভিস	৩০%	১.৫০

যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ টাকা
১	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো-কেমিক্যালস লি.	এস এস পি সার	৪.২৯%	৮০.০০

উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের বিবরণ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানা নির্মাণ প্রকল্প

Af¨šÍixY Drcv`b †_‡K mv‡ii Pvwn`v †gUv‡Z wm‡j‡Ui †dÂyM‡ঞ্জ মোট ৪৯৮৪৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে *ewl K 5 jvL 80 nvRvi 8kÔ †gwUK Ub Drcv`b ¶gZvm¤úb kvnRvjvj dwUjvBRvi KviLvbv wbgvY Kiv n‡q‡Q|* গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪-১০-২০১৬ যৌথভাবে কারখানাটি উদ্বোধন করেছেন। সুবৃহৎ সার কারখানায় ২০১৬ সন থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। উক্ত বাস্তবায়নের ফলে দেশের সারের চাহিদা অনেকাংশে মিটানো সম্ভব হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের)টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প

সারের সুষ্ঠু বিতরণ অব্যাহত রাখা ও ভবিষ্যতে সারের বর্ধিত চাহিদা মোকাবেলার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৮২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রতিটি ১০,০০০ মেঃটন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের ১৩টি জেলায় নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, *†`‡ki wewfbœ ¯'v‡b 5,10,000* মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ৩৪ টি বাফার গোডাউন স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম *Pj‡Q|*

মর্ডানাইজেশন এন্ড ষ্ট্রেংদিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই) ১৯৯০ সাল হতে শিল্প কারখানার জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও TICI প্রশিক্ষকগণের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দেশের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি সহায়তা সার্ভিস প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিগরি সহায়তা সার্ভিস এর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সে প্রেক্ষিতে কারিগরি সহায়তা উন্নয়ন প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। উক্ত প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা 'KOICA' এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তাবয়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৫০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে যার মধ্যে জিওবি ১০.১৬ কোটি টাকা এবং KOICA এর অনুদান ৪০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সর্ব মোট ব্যয় হয়েছে ৪৯.৯৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৯.৯৭ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪০.০০ কোটি টাকা। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৩.৭৭%।

বিএমআরই অব ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. প্রকল্প

১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিষ্ঠিত ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. কারখানাটি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়ে লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। কারখানাটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি সন্নিবেশ করে বাৎসরিক ১.৫০ লক্ষ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতা এবং ড্রাই পদ্ধতিতে দৈনিক ১ হাজার ৫ শত মে. টন করে বৎসরে ৪ লাখ ৫০ হাজার মে. টন ক্লিংকার উৎপাদন করার লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নেপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি নামে নতুন গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন প্রকল্প

বিসিআইসি'র একক মালিকানায় একটি বিশ্বমানের গ্লাস কারখানা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ বাজার জরিপ ও আর্থকারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক যথাশীঘ্র প্রকল্পটি হাতে নেওয়া এবং তা জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের একটি প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আলোকে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপন প্রকল্প' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে বুয়েটের মাধ্যমে Techno-Economic Feasibility Study, Soil test ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি কার্যক্রম চলমান আছে

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প

কৃষি খাতে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি. (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজারফ্যাক্টরি লি. (পিইউএফএফএল)-এ ব্যবহৃত একই পরিমাণ গ্যাস দিয়ে পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজারফ্যাক্টরি লি. এর খালি জায়গায় শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব একটি মেগা ফার্টিলাইজারফ্যাক্টরি স্থাপন করার জন্য ''ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" এর ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ফ্যাক্টরির মাধ্যমে প্রতি বছরে ৯ লাখ ২৪ হাজার মে.টন সার উৎপাদন হবে যার ফলে আমদানি নির্ভরশীলতা কমবে, বাৎসরিক বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭২৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং ৯৬৮ জনের কর্মসংস্থান হবে।

সেবামূলক কার্যক্রম

- ক্ষতিপূরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে

- সংস্থা Personnel & MIS System এর পাশাপাশি কৃষি সেবা হেল্প লাইন কার্যক্রমসহ নিম্নোক্ত কার্যক্রমগ্রহণ করেছেঃ

১।	e-filing কার্যক্রম	বিসিআইসি'তে ই-ফাইলিং গত ১৫-০৪-২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে। জুন'২০১৮ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের বৃহৎ দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বিসিআইসি ২৯তম অবস্থানে রয়েছে।
২।	e-GP কার্যক্রম	টেন্ডারসমূহ ই-জিপির মাধ্যমে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়েজানুয়ারী, ২০১৮ হতে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। পাশাপাশি বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিভিন্ন টেন্ডার e-GP তে বাস্তবায়ন করছে।
৩।	Biomatric Time Attendance	বিসিআইসি'র ৪টি ফ্লোরের মোট ১৪টি বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখায় Biomatric Time Attendance চালু করা হয়েছে।
৪।	CCTV	বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ে CCTV স্থাপন করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার (২০১৭-২০১৮)

পণ্যের নাম	একক	বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়া	মে. টন	৯,৪৩,৯৭৫	৭,৬৪,০০৬.২০
টিএসপি	মে. টন	১,০০,০০০	১,০০,৩৫৯
ডিএপি	মে. টন	৫০,০০০	৫৩,৬৬৬
কাগজ	মে. টন	৮,০০০	৩,১৮১.৯৭
সিমেন্ট	মে. টন	৪০,০০০	৪১,০২০
গ্লাসশীট	লক্ষ বর্গ মিটার	১৫.৭৯	১৬.৩১
স্যানিটারিওয়্যার	মে. টন	১৩০০	৬০০.৩২
ইন্স্যুলেটর	মে. টন	৯০০	৯১৬.৭১
রিফ্র্যাক্টরিজ	মে. টন	৪০০	২০১.৮০

বিপণন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা

সার বিক্রয়

সারা দেশে কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিআইসি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক বিসিআইসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশ ও কাফকো থেকে আমদানিকৃত ইউরিয়া সার ২৫টি বাফার গুদাম, ৩টি ট্রানজিট গুদাম ও কারখানাসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে ডিলারদের অনুকূলে সার বিতরণ করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ২৫ লাখ মে. টন ইউরিয়া সারের চাহিদার বিপরীতে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ৪৪০ মে. টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৩টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৭ লাখ ৬৪ হাজর ৬ মে. টন, কাফকো থেকে ৩ লাখ ২১ হাজার ৪৪০ মে. টন ও বহির্বিশ্ব থেকে ১১ লাখ ৩৬ হাজার ২৯৪ মে. টন আমদানিকৃত ইউরিয়া সার সহ সর্বমোট ২৪ লাখ ২৭ হাজার ৪৬৭ মে. টন সার দেশের ৪৯১ টি উপজেলার ৫৬০০ জন ডিলারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

অপরদিকে, বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিএপিএফসিএল ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ লাখ মে. টন ডিএপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১ হাজার ৭৪৯ মে. টন, টিএসপিএল ১ লাখ মে. টন টিএসপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ লাখ ১০ হাজার ৮১৫ মে. টন এবং উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি. ১,৫০,০০০ লক্ষ বর্গফুট গ্লাসশীট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪১,০০০ লক্ষ বর্গফুট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। গ্লাসশীট কারখানাটির প্রযুক্তি পুরাতন বিধায় বর্তমান বাজারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Float Glass এর সাথে উসমানিয়ায় উৎপাদিত গ্লাস প্রতিযোগিতা করতে না পারায় বিক্রয় কম হয়েছে।

কাগজ বিক্রয়

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মে পর্যন্ত ৬৯০০.২২ মে. টন কাগজ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১৯৬.৪২ মে. টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। কারখানাটি অনেক পুরাতন বিধায় উৎপাদন কম হওয়ার কারণেই মূলত বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি কাগজ বিক্রয় করে থাকে।

সিমেন্ট বিক্রয়

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মে পর্যন্ত ৩৬২৬০ মে. টন সিমেন্ট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০৩৫৭.৬০ মে. টন সিমেন্ট বিক্রয় করেছে। কারখানাটি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন এবং বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করে থাকে।

ইন্সুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ও ফায়ার ব্রিকস বিক্রয়

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মে পর্যন্ত ১১৯৩ মে. টন স্যানিটারিওয়্যার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬০১.১০ মে. টন, মে পর্যন্ত ১১৯২ মে. টন ইন্সুলেটর বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৫২.৮১ মে. টন এবং ১০৭.০১ মে. টন ফায়ার ব্রিকস বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা কম থাকায় ফায়ার ব্রিকসের বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যমে ছাড়াও টেন্ডার এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি মালামাল বিক্রয় করে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেরবিসিআইসি'র আর্থিক কর্মকাণ্ড (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৭-২০১৮ (মে, ২০১৮ পর্যন্ত)
১।	কারখানার সংখ্যা	১২টি
২।	উৎপাদন	১৪৭৩.৬৯
৩।	বিক্রয়	১৭০০.১২
৪।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১৬৬.১৭
৫।	ডিএসএল প্রদান	১৮০.৫০

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) ও বহিঃবিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমাণ (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

বৎসর	আমদানিকৃত ইউরিয়া (মে. টন)	আমদানি বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানিকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমান (কোটি টাকা)
২০১৭-২০১৮ (মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত)	১২,১১,৭১৭	২৭০১.৬৮	১৬৯৬.৪০	১০০৫.২৮	১০০৫.২৮

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭ (১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) বিএসএফআইসি গঠিত হয়।

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫ টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ১টি জৈবসার কারখানা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠিত হয়

- মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ করা,
- স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা
- সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রাখা,
- পর্যায়ক্রমে মিলসমূহের বিএমআরই/বিএমআর ও সুগার রিফাইনারি স্থাপনের মাধ্যমে দেশকে চিনিতে স্বনির্ভর করা,
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি।

উৎপাদন ক্ষমতা

- ১৫টি চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মে.টন। বছরে ১২৫ আখ মাড়াই দিবসে প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন আখ প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিমাণ আখ হতে ৮% চিনি আহরণ হারে চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতাপ্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার মে.টন।
- রেনউইক অ্যান্ড যজ্ঞেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা(কাস্টিং ও মেশিনিংসহ) ১ হাজার ১৪১ মে.টন ।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি.-এ অবস্থিত ডিস্টিলারি ইউনিটের বার্ষিক স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন ক্ষমতা১৩৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

মাড়াই মৌসুম	সর্বমোট আখ আবাদ (একর)	মোট আখ উৎপাদন (মে. টন)	মোট আখ মাড়াই (মে. টন)	মোট চিনি উৎপাদন (মে. টন)	চিটাগুড় উৎপাদন (মে. টন)	প্রেসমাড উৎপাদন (মে. টন)	ব্যাগাছ উৎপাদন (মে. টন)
২০১৫-২০১৬	১,১০,৪২৬	১৭,৯২,০০৮	৯,৬৪,২২৮	৫৮,২১৯	৩৬,৩৯২	২৮,৯১৫	৩,৩৭,৩৪২
২০১৬-২০১৭	১,১৭,৮৫৪	২০,৩১,৯৫৮	৯,৯১,৪৪৬	৫৯,৯৮৪	৩৮,৫৫০	১৮,৭৫২	৩,৫৫,৯৪০
২০১৭-২০১৮	১,১৮,৩৫০	২২,৩০,৩৬০	১১,৮৮,৫৪২	৬৮,৫৬৩	৪৫,০৯১	৩৪,৪৬৯	৪,২৭,৮৮৬

কেরু অ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লি. এর ডিস্টিলারি ইউনিট এর
বিগত ৫ বছরের উৎপাদন, বিক্রয় ও সরকারি কোষাগারে শুল্ক প্রদান

বিবরণ	২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮	
	উৎপাদন	বিক্রয়	উৎপাদন	বিক্রয়	উৎপাদন	বিক্রয়	উৎপাদন	বিক্রয়	উৎপাদন	বিক্রয়
স্পিরিট	৪৬.৮৬	৪৭.৩৭	৪৭.১৮	৩৫.৬২	৪২.০৮	৪৫.২১	৪৭.৩২	৪৫.৯৩	৫২.৭৬	৪৯.৯৭
ফরেনলিকার (লক্ষ কেস)	১.৩৫	১.৪৩	১.৩৩	১.৩০	১.১৪	১.১৫	১.১৪	১.১৭	১.৫০	১.৪৯
স্পিরিট ও লিকার এর বিক্রয়ের ওপর আবগারি শুল্ক (লক্ষ টাকা)	৬৫৫২.৫৬		৭১৪৫.৩২		৬১২৪.৩৯		৬২৩০.৯২		৭৪৩৪.০০	

কেরু অ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লি. এর ডিস্টিলারি ইউনিট এর বিগত ৫ বছরের উৎপাদন, বিক্রয়

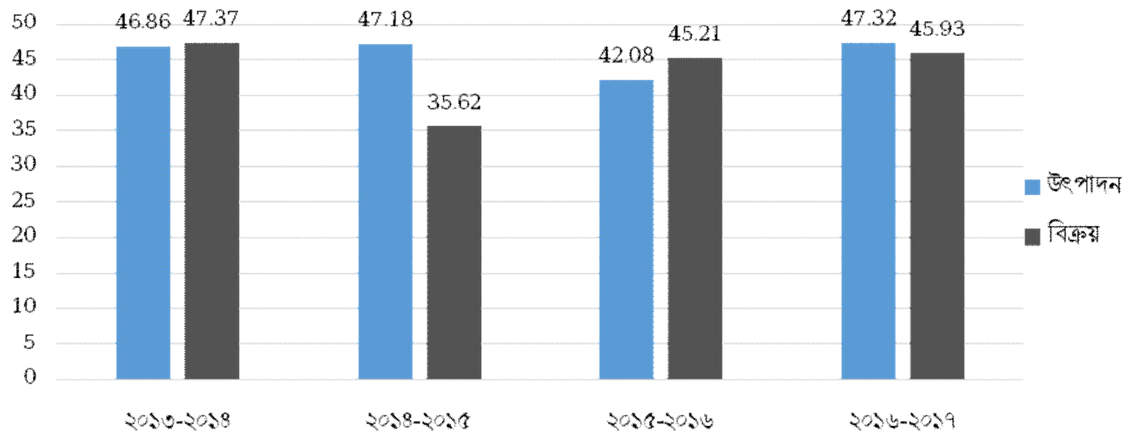

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেরকর্ম কান্ড

- ২০১৭-২০১৮ মাড়াই মৌসুমে ১৫ টি চিনিকলে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৪৩% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ২৮০.২৩ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৭৩ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৫.৭৭% চিনি আহরণ হারে ৬৮ হাজার ৫৬২.৫০ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া ৫০ হাজার ৫০৫ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫ হাজার ৯১ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. এর ডিস্টিলারিতে ৫০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২.৭৬ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ১০.১২৫ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০.১৪২ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডে বার্ষিক ১ হাজার ২৫০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ হাজার ২২২.০৫ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

উন্নয়ণমূলক কর্ম কান্ড

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতায় তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৫৬৩৭.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৩৫১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে৪২৪.৫১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয় এবং ২৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

প্রকল্পসমূহের বিবরণ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-২০১৮ এডিপি			
			বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি(%)
১.	বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লি. বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩১-১২-২০১৬	৪৬৫৭.৪৭	৬১০.০০	২৭৫.০০০	২৭৫.০০	১০০%
২.	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন	৪৮৫৬২.০০	১৭০০.০০	২০৭.৭৭	১৬২.৫২	৭৮.২২%

	বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১৩ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৮					
৩.	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কে-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০২-২০১৪ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৮	৩২৪১৮.০০	১২০০.০০	২১৬.৭৪	১২২.৪৬	৫৬.৫০%
	সর্ব মোট	**৮৫৬৩৭.৪৭**	**৩৫১০.০০**	**৪২৪.৫১**	**২৮৪.৯৮**	**৬৭.১৩%**

সেবামূলক কার্য ক্রম

- ২০১৭-২০১৮ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ৩৪১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা, কর্তন ও পরিবহন খাতে প্রায় ২০(বিশ) লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।
- ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর হতে২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত দাবীকৃত ভর্তুকি ও ট্রেড গ্যাপ এর বিপরীতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৭০ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।
- চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিশিল্প এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণসহ গরীব ও মেধাবী আখচাষী পরিবারের ছাত্র/ ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্য ক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে করপোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিক ও আখচাষীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আলোচ্য সময়ে মোট ১৫২৮ (এক হাজার পাঁচশত আটাশ) জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল কার্য ক্রম

বিএসএফআইসি'র ই-পুর্জি, ই-গেজেটিং কার্য ক্রম ইতোমধ্যে একটি সফল কর্মসূচি হিসেবে প্রমানিত।২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পসমূহ এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্য ক্রমসমূহ নিম্নরূপ

- **ই-পেমেন্ট** ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে এবার মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা রুপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চিনিকলে আখ সরবরাহকারী চাষিগণ ঝামেলামুক্তভাবে ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আখের মূল্য গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ২০১৭-১৮ আখমাড়াই মৌসুমে সকল চিনিকলের আখচাষিদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি চাষিদেরকে আখচাষে প্রণোদনার অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- **অনলাইন পুর্জি** এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে আখচাষিগণ (http://epurjee.surecashbd.com) এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে পুর্জি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারেন। এতে করে কৃষকদের TCV কমে গেছে।
- **কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

চিনিশিল্পের প্রধান কাঁচামাল আখ। মিলজোন এলাকার আখচাষিদের আখচাষে সহায়তার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ রোগমুক্ত উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ ও নগদ টাকা ঋণ হিসেবে প্রতি মৌসুমে প্রদান করে। পরবর্তীতে মিলে আখ সরবরাহের সময় প্রদত্ত ঋণ সরবরাহকৃত আখের মূল্য হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও A2I প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ২১ ও ২২ মে ২০১৭ সালে দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় বিএসএফআইসি'র পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ৪ টি ই-সেবার মধ্যে "কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" নামক ই-সেবাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়। তার প্রেক্ষিতে বিএসএফআইসি'র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক "কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" বাস্তবায়নের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করে A2I-এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য A2I-এর ই-সার্ভিস ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং, TOR, EOI এবং RFQ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

ক্রয় কার্য টি সম্পন্ন করার লক্ষ্যেEOI জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯ টি EOI পাওয়া গেছে। এগুলোর মূল্যায়ন কার্য ক্রম চলমান। দেশে এই প্রথম আখচাষিদের ঋণ ব্যবস্থাপনায় ই-সেবা থেকে আখচাষিগণ ঝুট ঝামেলামুক্তভাবে সহজে ঋণ নিতে পারবেন এবং পাশবই নম্বর থেকে অনলাইনে লোনের হিসাব সহজে জানতে পারবেন।

- **ই-ফাইলিং কার্য ক্রম** বিএসএফআইসিতে A2I এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ইতোপূর্বে ৮৬ জন কর্ম কর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। A2I এর সহযোগিতায় বিএসএফআইসি ই-ফাইলিং কার্য ক্রম লাইভ সার্ভারে গেছে এবং তা যথাযথভাবে চলমান।
- **নাগরিক সেবা** মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ দেশের যে কোন স্থান থেকে বিএসএফআইসির ওয়েবসাইট (www.bsfic.gov.bd) পাওয়া যায়।

সম্পদ পরিস্থিতি

সংস্থার মিলগুলোর চলতি মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। তবে বিপুল অংকের স্থায়ী সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও ঐ সম্পদের বুক ভ্যালু নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র ১৯ হাজার ৬১.১৯ একর জমির বুক ভ্যালু ১ হাজার ২০০.২৭ লক্ষ টাকা থাকলেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে রিভ্যালুয়েশন মূল্য১০ হাজার ৯২৮.৪৪ কোটি টাকা।

নিম্নে মিলওয়ারী বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমি ক্রয়ের বছর	জমির পরিমাণ (একর)	বুকভ্যালু (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান বাজার মূল্য (লক্ষ টাকায়) (২০১১-২০১২)
১	পঞ্চগড় চিনিকল লি.	১৯৬৫	২২৭.৩০	৪১.৮৫	৩২,২৭৬.৬৫
২	ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি.	১৯৫৬	২৮৮৭.০২	২৫.৮৪	৭৯,৬৬৮.৮৮
৩	সেতাবগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৩৩	৩৮৬০.৫০	৮.৭৬	১,৩৪,৯৬৮.৮৪
৪	রংপুর চিনিকল লি.	১৯৫৭	১৯২৫.৩৫	১৫.৭১	১,২১,৫০৪.৪৩
৫	শ্যামপুর চিনিকল লি.	১৯৬৫	১১১.৪৫	৩৬৪.১৯	২৬,৭৭৪.৫৫
৬	জয়পুরহাট চিনিকল লি.	১৯৬০	২১৭.২২	২৫.৪৭	৮৬,২০৫.৯৩
৭	রাজশাহী চিনিকল লি.	১৯৬২	২২৯.৫৮	৩০.৫৫	৪৮,০৮২.৪০
৮	নাটোর চিনিকল লি.	১৯৮২	৯৭.৭১	১৯.৮১	২৩,৭১৭.৫২
৯	নর্থ বেঙ্গল চিনিকললি.	১৯৩০	৪৯৬২.৯৪	১৪.৬১	৯৪,৮৩২.৯৬
১০	পাবনা চিনিকল লি.	১৯৯২	৬০.০০	১৫৮.২৫	১৪,৯২২.৭৪
১১	কুষ্টিয়া চিনিকল লি.	১৯৬১	২২০.০৫	১৮.৯৫	২৬,১৫৯.৪৯
১২	কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি.	১৯৩৮	৩৫৩৫.৫৬	৬.৮৪	১,৭১,২৩৭.৭২
১৩	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৬৫	২০৭.৭২	১৯.৯৭	৮৭,৩৪১.১৩
১৪	ফরিদপুর চিনিকল লি.	১৯৬৮	১২৯.৯৪	২৯.৯১	৭৫,৫৭৫.৪১
১৫	জিলবাংলা চিনিকল লি.	১৯৫৭	৩৫১.৪৮	১৪১.০৮	২৬,২০৫.১২
১৬	রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং	১৮৮১	৩৭.৩৭	২৭৮.৪৮	৪৩,৩৬৯.৯২
মোট:			১৯,০৬১.১৯	১,২০০.২৭	১,০৯২,৮৪৩.৬৯

কৃষি খামার

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫ টি সুগার মিলে বাণিজ্যিক খামারের মোট জমির পরিমাণ ১৫৭৪১.৫৪ একর। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৭৯০৩.৩৫ একর জমিতে আখের চাষ করা হয়েছে। মিলওয়ারী বাণিজ্যিক খামারে আখ চাষের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১৬-২০১৭ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)	
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	মোট (একর)
১	ঠাকুরগাঁও	২৪৮৭.০০	১৮৩৯.০০	১০৯৫.০০	১০৯৫.০০

২	সেতাবগঞ্জ	৩৬৯৬.১৮	২৬২৭.২০	১৮৯৫.৩৫	১৮৯৫.৩৫
৩	রংপুর	১৮৩২.২৭	১৪৫৯.০০	১০১৩.০০	১০১৩.০০
৪	নর্থ বেঙ্গল	৪৬৭০.২৫	৩৮৪৪.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০
৫	কেরু	৩০৫৫.৮৪	২৩৪০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
	মোট	**১৫,৭৪১.৫৪**	**১২১০৯.২০**	**৭৯০৩.৩৫**	**৭৯০৩.৩৫**

দেশে চিনির চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা

(ক) চিনির বাৎসরিক চাহিদা (আনুমানিক) : ১৪.০০ লক্ষ মে.টন
(খ) চিনিকলসমূহের বার্ষি ক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা : ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন

২০১৭-২০১৮ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু চাষ, আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং ২০১৮-২০১৯ মৌসুমের কর্ম সূচি

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ মৌসুম		২০১৮-২০১৯ মৌসুম	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ইক্ষু আবাদ (একর)	১,১৫,৪২২	১,১৯,০০০	১,২৩,৪৫০	
আখ মাড়াই (মে.টন)	১৩,৫০,০০০	১১,৮৮,৫৭৩	১৬,৮২,৩৬৯	
চিনি উৎপাদন (মে.টন)	১,০০,২৮০.২৩	৬৮,৫৬২.৫০	১,২৫,০০০	
রিকভারী%	৭.৪৩	৫.৭৭	৭.৪৩	
মোলাসেস (মে.টন)	৫০,৫০৫	৪৫,০৯১	৬৩,৭৫৪	
স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)	৫০.০০	৫২.৭৬	৫০.০০	
ফরেন লিকার উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)	১০.১২৫	১০.১৪২	১০.১২৫	

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. এর উৎপাদিত ডিস্টিলারি পণ্য

উৎপাদিত পণ্য (লক্ষ প্রুফ লিটার)		২০১৭-২০১৮ মৌসুমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ প্রুফ লিটার)	২০১৭-২০১৮ মৌসুমের উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)
ক)	১। দেশী মদ	৩৫.৫০	৩৫.৬০
	২। রেকটিফাইড স্পিরিট	১০.৩০	১০.৮১
	৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪.০০	৫.৬৫
	৪। ই.এন.এ	০.৭০	০.৭০
	মোট=	৫০.০০	৫২.৭৬

উৎপাদিত ফরেন লিকার

প্রধান কাঁচামাল : ডিস্টিলারিতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট ও ই.এন.এ
উৎপাদন ক্ষমতা : ১০.১৩ লক্ষ প্রুফ লিটার
ব্রান্ড এর নাম :

১। জিআরজিন	৫। জরিনা ভদকা
২। মলটেড হুইস্কি	৬। রোজা রাম
৩। ফাইন ব্রান্ডি	৭। ওল্ড রাম
৪। ইমপেরিয়াল হুইস্কি	৮। চেরী ব্রান্ডি
	৯। অরেঞ্জ ক্রাকাও

আর্থি ক ব্যবস্থাপনা(লাভ ও লোকসান -প্রভিশনাল)

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে করপোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. ডিস্টিলারি ইউনিট এবং রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং(বিডি) লি. যথাক্রমে ৬২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা এবং ১.০৫ কোটি টাকা (প্রভিশনাল) মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঐ সময়ে যথাক্রমে **৬৭.২৭ কোটি এবং ২.০৯ কোটি টাকা রাজস্ব** প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা চিনির বিক্রয় মূল্য কম থাকায় ২০১৭-২০১৮ মাড়াই মৌসুমেও লোকসান অব্যাহত আছে।

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন **৮৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা শুল্ক ও কর** বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র	মিলের নাম	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১	পঞ্চগড় সুগার মিলস লি.	(২৬৭০.২৪)	(৩৭৯৮.৭৯)	(৩৫১৬.৪৭)	(৩০২৬.৪১)	(৩৩৭৯.৬১)
২	ঠাকুরগাঁও ''	(৩২০১.৫২)	(৪৩৭৩.৩২)	(৪২২২.০০)	(৪১৭২.২৯)	(৪২৩২.৬৬)
৩	সেতাবগঞ্জ ''	(২৭৭৮.৫১)	(৪০৭২.৭৩)	(৩৫৬৮.৭৪)	(৩৪৪৮.৬৮)	(৪৫৯৮.৬০)
৪	শ্যামপুর ''	(২২৮৮.৮৩)	(৩৩৯০.৩৪)	(৩৩৭৬.০০)	(৩৪৮৮.২৪)	(৩২৮৭.৪৬)
৫	রংপুর ''	(২০৬০.৯২)	(৩২৩৮.৪৬)	(২৮২৮.৮৬)	(২৬০৩.৫৯)	(৩৮৬৭.৮৯)
৬	জয়পুরহাট ''	(২৭৯৬.৭০)	(৪০৯৬.৭৮)	(৩৪৯৯.৭৯)	(৪৬৩৬.১০)	(৪০৩৯.৬৭)
৭	রাজশাহী ''	(২৫৫৩.৫৫)	(৪৮৭৫.৯৫)	(৪২৯৫.৪৪)	(৪১৭১.৭৪)	(৬২০১.১৪)
৮	নাটোর ''	(২২৯০.৩৯)	(৪৬৭২.৯৯)	(৪১১৯.৬৬)	(৪০৬২.৭১)	(৫৫৫০.১৫)
৯	নর্থ বেঙ্গল ''	(১১৭৮.১৮)	(৫৩৭৩.৮৩)	(৫৫৪১.৩৮)	(৪৭৪৯.৪০)	(৬৮৬৩.০৯)
১০	পাবনা ''	(২২৭৮.৪৪)	(৪১৫১.৫৮)	(৩৬৬০.৭১)	(৩৭৭৬.১৯)	(৫২৭২.৪৩)
১১	কুষ্টিয়া ''	(২৬২৩.৩৩)	(৪২৮৩.৬৯)	(৪১৮৮.১৭)	(৩৮২৭.৪৯)	(৫২২৪.৪৮)
১২	কেরু এন্ড কোং	(৩৫১৬.৬৭)	(৪১৪৩.৮১)	(৪৭৭৩.১৩)	(৫৫০৪.৪৮)	(৫০৯২.৯০)
১৩	মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস	(২৫২৬.০২)	(৪৫৩৮.২৯)	(৪১৪৯.৪৪)	(৩৬১২.৪৪)	(৩৫৯১.৫২)
১৪	ফরিদপুর ''	(২৭১৬.৪৯)	(৫১০২.৫৭)	(৪১০৩.০৪)	(৩৮২৬.৩৯)	(৫৮৩৫.৫৭)
১৫	জিলবাংলা ''	(১৭৩৬.২৯)	(২৯২১.৭২)	(৩৪১৩.১৯)	(৩৭৫৩.৮৯)	(৩২৪৫.৩০)
১৬	মোট চিনিকল	(৩৭২১৬.০৮)	(৬৩০৩৪.৮৫)	(৫৯২৫৬.০২)	(৫৮৬৬০.০৪)	(৭০২৮২.৪৭)
১৭	কেরু ডিষ্টিলারী ইউনিট	৫৭৪৯.১২	৫৫৩৯.৯৮	৫১৮৭.৫৩	৫৮৮৪.৬৫	৫৫৭৪
১৮	**ডিষ্টিলারীসহ লাভ/(লোকসান)**	**(৩১৪৬৬.৯৬)**	**(৫৭৪৯৪.৮৭)**	**(৫৪০৬৮.৪৯)**	**(৫২৭৭৫.৩৯)**	**(৬৪৭০৮.১৬)**
১৯	রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর	১১৫.৩১	১১১.৫৫	৬১.৬৭	৬১.৭২	৮৩.৩৭
২০	আরগ চেম্বারস	৯৬.৫৪	৯৭.১৬	১০৬.২৩	১১২.৬১	৯১.৩৫
২১	**সর্ব মোট লাভ/(লোকসান)**	**(৩১২৫৫.১১)**	**(৫৭২৮৬.১৬)**	**(৫৩৯০০.৫৯)**	**(৫২৬০১.০৬)**	**(৬৪৫৩৩.৪৪)**

বিএসএফআইসি'র অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ৫ বছরের (করোত্তর) লাভ/(লোকসান) (লক্ষ টাকায়)

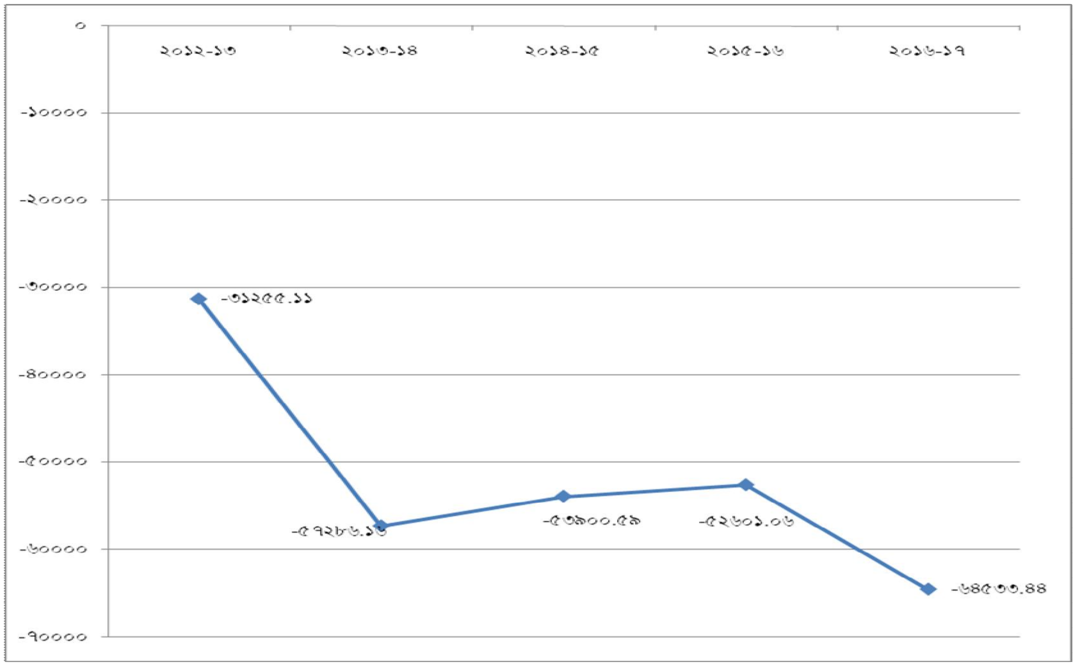

লোকসানের কারণ

- চিনিকলগুলোর আর্থি ক সংকট ও চলতি মূলধন এর অভাবে অধিক সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চিনিশিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করতে হয় বিধায় চিনির উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়;
- চিনিকলগুলো ৬০ এর দশকে নির্মি ত, যন্ত্রাংশসমূহ পুরাতন এবং বিএমআর না হওয়ায় মিলগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে প্রতি বছর বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে মিলগুলোতে চিনি আহরণে প্রসেস লস বৃদ্ধি পাওয়ায় রিকভারি হ্রাস পাচ্ছে
- বিভিন্ন সময়ে আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হলেও সে তুলনায় চিনির মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'র' সুগার কম মূল্যে আমদানি করায় এবং দেশীয় চিনি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে তাদের সাথে বাজার মূল্যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে;
- 'র' সুগার এর মূল্য কম থাকায় ক্রেতা সাধারণ দেশীয় চিনি ব্যবহার না করে কম মূল্যে রিফাইন্ড সুগার চিনি ব্যবহার এবং চিনিকলগুলোতে পর্য াপ্ত আখের স্বল্পতা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে মিল না চলার কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়শ্রমিক, কর্ম চারী ও কর্ম কর্তাদের বেতন ভাতাদি পূর্বে র তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায়
- আখ ১২-১৪ মাস মেয়াদি ফসল হওয়ায় চাষিরা স্বল্প মেয়াদি সবজি ও ফল উৎপাদনে উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ব্যবহার করছে। নিচু জমিতে আখ রোপণ করায় আখের ফলন, রিকভারি কমে যাচ্ছে;
- চিনির মূল্যের চেয়ে গুড়ের মূল্য অধিক হওয়ায় চাষিরা/গুড় উৎপাদনকারীরা অধিক গুড় উৎপাদন করায় মিলে আখ সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- আখের মূল্য ও চিনির মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় ক্রমাগত লোকসানের কারণে বাংক ঋণ নিয়ে পরিচালনা করতে হয়েছে। এতে ঋণের সুদ বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আর্থি ক সংকটের কারণে ব্যাংক ঋণ, বেতন ভাতা, অবসর গ্রহণকারী শ্রমিক কর্ম চারীদের পিএফ, গ্রাচুইটি পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তরণের উপায়সমূহ

- উচ্চ ফলনশীল চিনি সমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবন;
- বিএসআরআই কর্তৃক দেশের আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবন;
- চিনির মূল্য বৃদ্ধি করা;
- পুরাতন ও জরাজীর্ণ কারখানা আধুনিকায়ন কর;
- জনস্বার্থে চিনি আমদানি ও বিপণন বিএসএফআইসি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ কর;
- বিএসএফআইসি'র সমুদয় ব্যাংক ঋণ সরকার কর্তৃক এককালীন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ (এতে করে করলে ব্যাংক সুদ হ্রাসের পাশাপাশি উৎপাদন খরচও হ্রাস পাবে)।
- মাড়াই মৌসুমে বিনা সুদে চলতি মূলধনের ব্যবস্থা করা;
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় সরকারি রাজস্ব খাত থেকে বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী কাঁচামাল (আখ) প্রাপ্তি;
- আবহাওয়াজনিত কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদিত আখে চিনির পরিমাণ কম হওয়া;
- অন্যান্য পণ্যের তুলনায় চিনির মূল্য কম হওয়া;
- দীর্ঘ দিনের পুরাতন ও জরাজীর্ণকারখানাগুলোর আধুনিকায়ন;
- বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত 'র' সুগার থেকে উৎপাদিত রিফাইন্ড সুগারের সাথে উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন চিনি বাজারজাত করণে প্রতিযোগিতা।

আখচাষ, মিলে আখ সরবরাহ ও চিনি উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতি

দেশে সরকারি খাতে ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.১০ লক্ষ মে.টন। চিনিকলগুলোর পূর্ণ ক্ষমতায় মাড়াই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মৌসুমে প্রায় ২৬.০০ লক্ষ মে.টন আখের প্রয়োজন। এ পরিমাণ আখ প্রাপ্তির জন্য প্রতি বছর ন্যূনতম ২.২০ লক্ষ একর জমিতে আখচাষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে চাষ হয় গড়ে ১.১০-১.৫০ লক্ষ একর জমিতে। আখচাষি, গুড় ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতার কারণে উৎপাদিত আখের ৪০% এর অধিক আখ মিলে সরবরাহ না করে গুড় তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিনিশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে;
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে;
- প্রতি অর্থ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক এবং আয়কর বাবদ বিপুল অর্থ প্রদান করে;
- প্রায় ২ লাখ ইক্ষুচাষি ও ১৫ হাজারের উপর কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ডিষ্টিলারি ইউনিট, পরিবহন ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত এবং শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল;
- চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষিগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি মিলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ছাড়াও যুব/যুব মহিলাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে;
- প্রতি বছর ইক্ষু ক্রয় বাবদ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১২০-১৫০ কোটি টাকা, অগ্রিম শস্যঋণ বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা ইক্ষুচাষিদের মাঝে বিতরণ করা ছাড়াও সরকারের ভর্তুকি কার্যক্রমের আওতায় আখচাষ খাতে প্রায় ৮-১০ কোটি টাকা চাষিদের ভর্তুকি প্রদান করা হয়;
- মিল জোন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ণ/ সংস্কার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এভাবে চিনিকলসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর আওতায় ১লা জুলাই ১৯৭২ বাংলাদেশ স্টীল মিলস্ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়করণকৃত এবং অনান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ, দ্বিতীয় সংশোধনী)-এর বিধানবলে উক্ত দুইটি করপোরেশনকে একীভূত করে গত ০১ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে "বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন" (বিএসইসি) গঠিত হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মোট৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিএসইসি কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে১৯৮৪ সালে বিএসইসি'র উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণে ৯(নয়)টি চালু এবং ৪(চার)টি বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লি., ন্যাশনাল টিউবস লি. এবং ইস্টার্ন কেবলস লি. এর ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ এবং স্ব-স্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরনিকট ইস্যু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৫-০৭-২০১৮ তারিখে বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রীজ-এর ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. পুনরায় চালুকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে জাপানের হোন্ডা (৭০% শেয়ার) ও বিএসইসি (৩০%শেয়ার)-এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাংলাদেশ হোন্ডা লি. স্থাপন করা হয়েছে। গাজীপুরের শ্রীপুরে ভাড়া জায়গায় কারখানা স্থাপন করে বাংলাদেশ হোন্ডা লি. (বিএইচএল) উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএসইসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন-ভাতা এবং রাজস্ব ও মূলধন খাতের ব্যয় নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে কোন অনুদান বা ভর্তুকি গ্রহণ করা হয় না। করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ওভারহেড, লভ্যাংশ ও ভবন ভাড়া আয় থেকে প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ করা হয়।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিকউন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠান সমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সচল রাখতে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন পূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য বিএসটিআই ও উচ্চ আন্তর্জাতিক গুণগত মান সম্পন্ন (ISO **সনদ প্রাপ্ত)** এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত।

বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহ **৬৫৯.০৯** কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন এবং **৮৬৬.০২** কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে **৭৬.৫০ কোটি টাকা নীট মুনাফা** অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২৭৭.৬৭ কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) প্রদান করেছে।

বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সার্বিক কার্যক্রমের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা (কোটি টাকায়)-

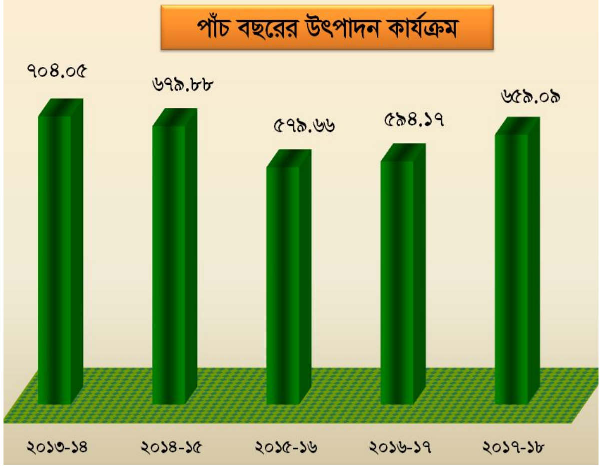

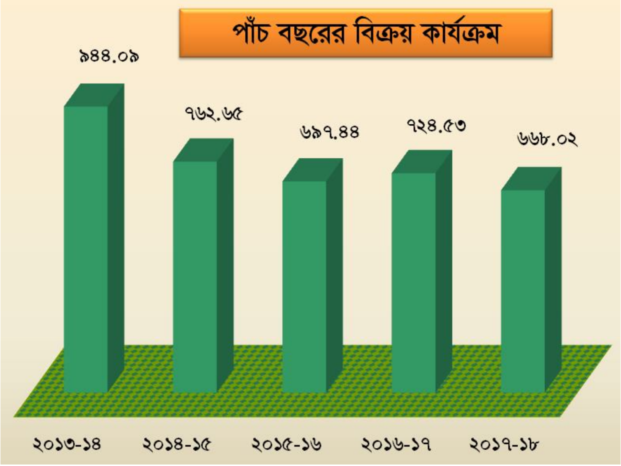

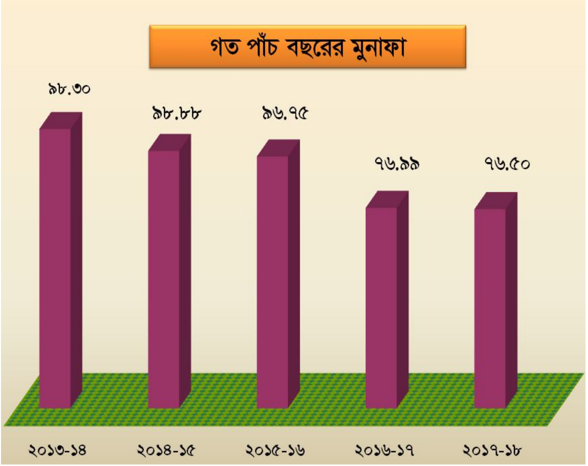

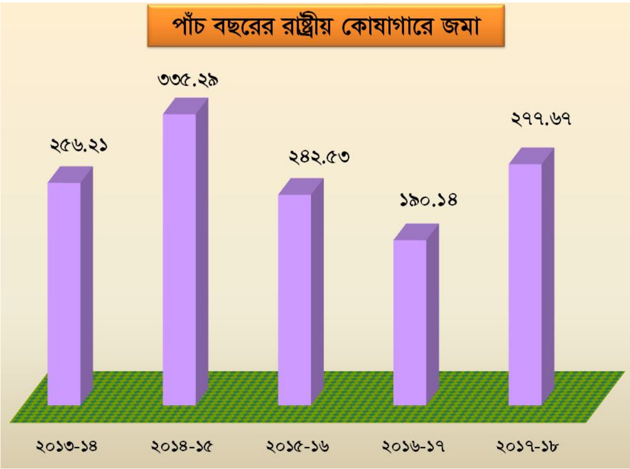

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওর্য়াকস লিমিটেড পুনঃচালুকরণ

১৯৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া রি-রোলিং মিল, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড, টঙ্গী, গাজীপুর পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমগত ০৫ জুলাই ২০১৮ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমীর হোসেন আমু এমপি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইস্তেহারে বন্ধ শিল্প কারখানা পুনরায় চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী'র নির্দেশনা এবং পরামর্শ মোতাবেক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন অধীন ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. পুনরায় চালু করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট লি. কোম্পানিটি ২৫ মে ১৯৭০ সালে পাবলিক লি. কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর পিও- ১৬/১৯৭২ বলে এটি পরিত্যাক্ত ঘোষনা করা হয় এবং পিও ২৭/৭২
বলে জাতীয়করণ করে পরিচালনার জন্য বিএসইসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয়। চালু অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শিল্প ইউনিট ছিল। ইউনিটসমূহে এম এস রড ও এ্যাঙ্গেল, সিআই (কাষ্ট আয়রন) প্রোডাক্ট এবং এনামেলের তৈজষপত্র উৎপাদিত হতো।রাষ্ট্রীয় খাতে একমাত্র ষ্টীল রি-রোলিং মিল চালু হওয়ায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ২৭ জন কর্মকর্তাকর্মচারীসহ ভবিষ্যতে শত শত লোকের এবং পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। উল্লেখ্য যে, জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। উৎপাদন চালু করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এম.এস. রডের বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে দাম নির্ধারণকরা, কমিশন ভিত্তিক ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটর

নিয়োগের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কারখানা পরিচালনা করা, অতিদ্রুত ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি.'র সেমি অটোমেটিক কারখানাটি চালু করার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা। এছাড়াও, ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেরেক, স্ক্রু, তারকাটা, কাঁটাতার, নাট-বোল্টু, দরজার ছিটকিনি ইত্যাদি বহুমুখী পণ্য বিদ্যমান মেশিনারীজ ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব হবে।

<u>এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 3S (sales, Service& Spares) সেন্টারের শুভ উদ্বোধন</u>

বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইনঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) আওতাধীন প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 3s (sales, Service & Spares) সেন্টারটি ০৫ জুলাই ২০১৮ মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) প্রায় ২ হাজার ২৫৬ বর্গ ফুটজায়গার ওপর এ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণকরা হয়েছে। এটি সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি এটলাসের ‘শো-রুম’ হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। এখানে মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার সার্ভিস পার্ট সবিক্রি হবে।। এটলাসের গ্রাহক ছাড়া অন্য কোম্পানির মোটরবাইকের জন্যও সার্ভিসিং সেবার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। ফলে এ সেন্টার এটলাস বাংলাদেশের জন্য আয়ের একটি নতুন উৎস হিসাবে অবদান রাখাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(ক) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি. এবং করপোরেট পার্টনার টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. এর সাথে MZ 24/05/2018 Zwi‡L শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পমন্ত্রী জনাব আলহাজ আমির হোসেন আমু'র উপস্থিতিতে এটলাস পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ.ন.ম কামরুল ইসলাম এবং টিভিএস এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার রায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, দুই বছর মেয়াদি এ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী এটলাস বাংলাদেশ লি. এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. করপোরেট পার্টনার হিসাবে কাজ করবে। টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লি. বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজার মোটর সাইকেল সিকেডি বা সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এটলাসের নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক বিক্রয় করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক আগ্রগিতর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট ও ট্যাক্সবাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা দিতে সক্ষম হবে। এছাড়া বাজার চাহিদা বিবেচনায় শীঘ্রই এটলাস বাংলাদেশ লি. এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. যৌথভাবে বাংলাদেশ মোটরসাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি. এর জন্য সরকারি, আধাসরকারি, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর মধ্যে সরকারি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোটরসাইকেল সরবরাহ সুযোগ রয়েছে। আজ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষেরের ফলে এখন থেকে এটলাস বাংলাদেশ লি. এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরাসরি মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে পারবে।

(খ) প্রিপেইড মিটার তৈরি করতে যাচ্ছে দেশের একমাত্র ট্রান্সফরমার নির্মাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (জিইএম প্লান্ট হিসেবে পরিচিত)। গত ১৮-০১-২০১৮ তারিখে পতেঙ্গাস্থ জিইএম কোম্পানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকে বিএসইসি'র পক্ষে বিএসইসি'র সচিব ড. মোঃ আমিরুল মমিন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কনফিডেন্স ইলেট্রোমেক লিমিটেডের (সিইএমএল) পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখতারুজ্জামান এ স্মারকে স্বাক্ষর করেন। প্লান্টটি এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রাথমিকভাবে সিঙ্গেল ফেইজ ও থ্রি ফেইজ প্রি পেইড মিটার প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক সই

ইস্টার্ণ টিউবস লিঃএর- এলইডি লাইট উৎপাদন প্রকল্প

ইস্টার্ণ টিউবসলি. উৎপাদন (সিএফএল) এর কারাখানায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব করা হচ্ছে। বর্তমানেপ্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি ও অটোমেশন এবং পণ্যের বহুমূখীকরণেরলক্ষ্যে অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের লক্ষ্যে'এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বিলিং প্লান্ট ইন ইটিএল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর গত প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে এটিই এডিপিভুক্ত প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পটির ব্যয় 48.28 কোটি টাকা। ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী জুন'২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ভান্ডারে নতুন পণ্য সংযোজন হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ অর্জন

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের মান উন্নয়ন ও মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে গাজী ওয়্যারস লি. এবং ইস্টার্ন কেবলস্ লি. "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৬" এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পুরুস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৬/১০/২০১৬ তারিখে প্রগতির ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. ও "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৫"-এ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানটি ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব আবুল কাশেম, অতিরিক্ত সচিব (ই-গভঃ, আইসিটি ও এমআইএস),শিল্প মন্ত্রণালয় যোগদান করেন। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্তঅনুষ্ঠিত কর্মশালাটিতে বিএসইসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন কর্মকতা অংশগ্রহণ করেন। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালাটির ভ্যানু নির্ধারণকরা হয়েছিল ইস্টার্ন কেবলস লি., পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)দীর্ঘদিন যাবৎ দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণই হলো বিসিকের মূল উদ্দেশ্য। এরই ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রপ্তানিযোগ্য উৎপাদিত পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এর ফলে দেশব্যাপীক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন ;
- উন্নত রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প নগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট বরাদ্দদান ;
- নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন মূল্যায়নপ্রকল্প/
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ বিতরণ ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা ; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।

(খ) নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;
- কর ; শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ,
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেসম্পাদিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের বিবরণ

শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বেসরকারি খাতে **ক্ষুদ্র** ও কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা বা উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা বিসিকের একটি অন্যতম কাজ। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেবিসিক দেশব্যাপী মাঝারি শিল্পে ৩২১, ক্ষুদ্র শিল্পে ৪,৬৬২ ও কুটির শিল্প খাতে ১০,০৭১ জন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিসিক উক্ত খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, জেলা পর্যায়েশিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে১১ হাজার ১৯৯ জন উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ৬ হাজার ৮৮৫ জন কে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিসিকের আইসিটি ল্যাবে ১৩৬ জন কর্মকর্তাকর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৫০৪টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে। আগ্রহী উদ্যোক্তগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়েরআঞ্চলিক কার্যালয় জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়েরউন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্তে অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাঝারি শিল্পে ৪১টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ২১৫৫টি ও কুটির শিল্পখাতে ৫৭৮৪ টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শিল্প ইউনিট/প্রকল্প নিবন্ধিকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিতফি'র বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে১৪টি মাঝারি, ৬৪৭টি ক্ষুদ্র এবং ১৮৩৮টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নতুন ও বিদ্যমান ৩১টি মাঝারি শিল্প, ২০২১টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৫৩৩৯টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ৫১টি মাঝারি, ১১১৬টি ক্ষুদ্র এবং ১৮৬৯টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করেছেন।

কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিসিক ৬০টি কারিগরি তথ্য সংগ্রহ এবং ১০৯২টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিতলক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে২৯৭টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২৫৩৬টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করে থাকে। বিপণন সমীক্ষার আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও

বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ৪৩৬টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা,জামদানি মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি মেলার আয়োজন ও ৮১টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্ম সংস্থান

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রায় ৩,০০২.৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৬১,৯৭২ জন লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্প নগরী স্থাপন কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১০৫৮৯ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৫৮৬৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০১৭৪টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪৯২১টি শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। শিল্পনগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আরো কয়েকটি শিল্পপার্ক/ শিল্পনগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো হলো : চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা; এপিআই শিল্প পার্ক গজারিয়া মুন্সীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ; কুমিল্লা শিল্পনগরী-২, বিসিক শিল্পনগরী কুমারখালি, কুষ্টিয়া; বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা; শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী, ভৈরব শিল্পনগরী, বিসিক শিল্পনগরী ঝালকাঠি, বিসিক প্লাষ্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ; ধামরাই; বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২, বিসিক শিল্পনগরী টাঙ্গাইল, নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ; বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ; বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম; মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদন

শিল্পনগরীগুলোতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। তাছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এসব শিল্প নগরীর শিল্পকারখানায় মোট ৫৯ হাজার ১০ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মাঝে ২৫ হাজার ২৪১ কোটি টাকার পণ্য ছিল রপ্তানিযোগ্য। একই সময়ে শিল্প নগরী শিল্প ইউনিটগুলো হতে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রায় ৩ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪৫৮৩টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯৪৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্পনগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিল্পনগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভুত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্ম সংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রফতানিযোগ্য		
২০১৭-২০১৮	৪৫৮৩	২৫৪১৮.২০	৫৯১০৭.২১	২৫২৪১.৬৫	৩৭৭৬.৬৮	৫.৭৯
২০১৬-২০১৭	৪৫৪৭	২০১৭৮	৫৫২৬২	২৫৫২৮	৩৫৮৪	৫.৬৪

মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান ও প্রবৃদ্ধি

ক্র: নং	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১.	মাঝারি শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৮২টি
২.	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	১ লক্ষ ২৪ হাজার ১০৫ টি
৩.	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৬৮ টি
৪.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্ম সংস্থান (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৩৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৭২ জন
৫.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান *	২১.৭৩%
৬.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান *	৩.৭১%
৭.	জাতীয় অর্থ নীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৪%
৮.	জাতীয় অর্থ নীতিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের প্রবৃদ্ধির হার	১০.৯৬%
৯.	জাতীয় অর্থ নীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রবৃদ্ধির হার	৯.২১%

• সূত্র : বাংলাদেশ অর্থ নৈতিকসমীক্ষা ২০১৭

জাতীয় অর্থ নীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১.	মোট শিল্পনগরী	৭৬টি
২.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪৫৮৩টি
৩.	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৯৪৬টি
৪.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২৫৪১৮.২০ কোটি টাকা
৫.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৭-১৮)	৫৯১০৭.২১ কোটি টাকা
৬.	বার্ষিক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১৭-২০১৮)	২৫২৪১.৬৫ কোটি টাকা
৭.	কর্ম সংস্থান (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৫,৭৯,০৫৫ জন
৮.	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১৭-১৮)	৩৭৭৬.৬৮ কোটি টাকা

বিসিকের লবণ উৎপাদন কার্য ক্রম

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোনো বিকল্প নেই। তাই দেশকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঅর্জন ও চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লবণ শিল্পের বিকাশ জরুরি। বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্য ক্রমশুরু হয়। অদ্যবধি বিসিক সরকারের একমাত্র মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়েলবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্য ক্রমপরিচালনার মাধ্যমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায় ১২টি লবণ কেন্দ্র এবং ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং ও লবণের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করে আসছে। স্থাপিত ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনীকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষিকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন তথা লবণের গুণগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্য ক্রমপরিচালনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর হতে মধ্য মে মাস পর্যন্তসময়ে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ কালযাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেলবণের চাহিদা ছিল ১৫.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন। বিসিক উক্ত উৎপাদন মৌসুমে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকরে। এর মাঝে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় উক্ত অর্থ বছরে১৪ লক্ষ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তি বাস্তবায়নের কারণে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি হওয়ায় প্রতি বছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিসিকের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

চামড়া শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান	:	সাভার, ঢাকা।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চর আলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত৭১৮৫.৩৩ লক্ষ

টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে।

অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক

প্রকল্পের অবস্থান	:	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট(এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ২৭টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৪১টি প্লট বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪১টি ওষুধ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হবে

গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান	:	গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	শিল্প উদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৫০ একর জমি সম্বলিত গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৯০৪১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । এ শিল্পনগরীতে উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্বলিত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে। বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৪৯টি প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং ২ হাজার ৫০০ লোকের কর্ম সংস্থান হবে।

বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের অবস্থান	:	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬২৮১০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	দেশে শিল্পায়ানে গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৬২৮১০.০০ লক্ষ টাকা । এ পর্যন্ত ১০৩৩৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে মাটি ভরাট কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫৭০টি রপ্তানিমুখী আমদানি বিকল্প দেশজ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং এর মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান হবে।

সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প (সিআইডিডি)

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৭২০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে দেশে লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭৭২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এ প্রকল্পে ইউনিসেফ, এনআই ও গেইন সহায়তা করছে। ইউনিসেফের অর্থায়নে পটাশিয়াম আয়োডেট কেনা হচ্ছে। ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের শতভাগ পরিবারের আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনয়ন, ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং ১০০ শতাংশ ভোজ্য লবণে পরিমিত আয়োডিন মিশ্রণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০০.০০ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত৮৮৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ৯টি মধু মেলার আয়োজন, ১০টি সেমিনার ও ১০০টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে মধু চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মধু আহরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটি আধুনিক মৌ-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০০ টি মৌ বাক্স, ২০০ টি মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ও ২০০ সেট বইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। মৌচাষীগণ এসব মৌ বাক্সসহ তাঁদের নিজ ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত মৌ বাক্স নিয়ে মৌ খামার পরিচালনা করছেন। ২০১২ সালে ২০০০ মে. টন মধুর স্থলে বর্তমানে ৪০০০ মে. টন মধু উৎপাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মধু বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান	:	মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ২০ একর জমিতে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে আছেপ্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৩০টি প্লটে ৯০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে এবং ৫ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে।

ভৈরব শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান	:	কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭২৯১.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় ৪০ একর জমিতে ৭২৯১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪১৭২.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ২৫১টি প্লটে ২৫১টি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০০ জন লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে

বিসিক শিল্পনগরী ঝালকাঠি

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলায় ১৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১.২৮ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ৮৩টি প্লটে ৬১টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এ পর্যন্ত৩০৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রিজম (Poverty Reduction by Integrated and Sustainable Markets)

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাহায্যপুষ্ট। এ প্রকল্পের আওতায় বিসিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট এপ্রাইজাল এবং এমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দেশের বাইরে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল, টেকনোলজি ট্রান্সফার অফ ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট এবং অপারেশন এন্ড ইস্টাব্লিশমেন্ট অফ ডিফারেন্ট ইটিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), ১১টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নকশা কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করা হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ৩০টি ইনোভেটিভ প্রজেক্টকে অর্থায়ন প্রশিক্ষণ, বিপণন এবং প্রোডাকশন সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৮৪৩.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৪৫৩.২৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ৩৪৫৩.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৫০ একর জমিতে এ শিল্পনগরীটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিল্প নগরীতে ৭২টি প্লটে ৬০টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা

প্রকল্পের অবস্থান	:	চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় ৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৫ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্প নগরীতে ১৬৯টি প্লটে ১৬০টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২

প্রকল্পের অবস্থান	:	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ প্রকল্পটি ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে জুন ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ৩৭৯.১৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩০৮টি শিল্প প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জন লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা

প্রকল্পের অবস্থান	:	বরগুনা জেলার সদর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১১৬.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বরগুনা জেলা সদরে ১০.২০ একর জমিতে শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম চলছে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬১টি শিল্প প্লটে ৬১টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মেরামত ও আধুনিকায়ন

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নের প্রকল্পটি ২৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে২১৫.০১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির আরো ২ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

তেজগাঁও এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট নতুন ভবন তৈরি

প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬২০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকাস্থ তেজগাঁও-এ ৬২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে বিসিকের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবনের নকশা চূড়ান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয়১১৬৬.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিসিকের প্রধান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয় এবং অন্যান্য সহযোগী কার্যালয় স্থানান্তর করা হবে। বিসিক বহুতল ভবনটি নির্মাণ হলে আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য প্রকল্প অফিসের ভাড়া সাশ্রয় হবে। এছাড়াও অফিস স্পেস ভাড়ার মাধ্যমে বিসিকের আয়ের পথ সুগম হবে।

বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের অবস্থান	:	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : টাঙ্গাইল শিল্পপার্ক শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়১৬,৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। ৫০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ৪৯.৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে শিল্পনগরীতে ২৮০টি প্লটে ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ৬৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক প্লাষ্টিক শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বড়বার্তা মৌজা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী শীর্ষক প্রকল্পটি ১৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিল্পনগরীতে ৩৭০টি প্লটে ৩৬০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ১৮০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ২৩.৫৩ লক্ষ টাকা।

বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৫০ একর জমিতে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় ১৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা। মোট প্লট সংখ্যা ৩৭৫টি। এ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ২০৭২.০৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৫২০০ লোকের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান :

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৮০১.৪৭ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নরসিংদী জেলায় ৭৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিল্পনগরীতে ১৩৫টি শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে, যার মাধ্যমে ৫৭৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান : মাদারীপুর জেলা সদর

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মাদারীপুর জেলা সদরে ২০ একর জমিতে শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৭৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৫৬টি শিল্প প্লটে ১২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৩৬০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় ৭৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ব্যয়২৭৮৩.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৪৮টি শিল্প প্লটে ১৪৮টি শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে ৭৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে

বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৩২৬.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ২১৩২৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৫১টি শিল্প প্লটে ৩০৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১০৬৫০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন - ২য় পর্ব, রংপুর

প্রকল্পের অবস্থান :

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১০৪.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলার সকল উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২৭৭৫ জন শতরঞ্জি শিল্পীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২০১৯ সালের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে। শতরঞ্জি শিল্পীদের মধ্যে ২৮৫.২৮ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা এবং ৭০০ শতরঞ্জি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জন লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা।

বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের অবস্থান	:	কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৬১৬.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ(জানুয়ারি ২০১৭-২০১৮)

প্রকল্পের অবস্থান	:	বরিশাল
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫২২০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	গত ১২-০৬-২০১৮ খ্রি. তারিখে ১ম-৩য় কিস্তি বাবদ ৩.৪২ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের কার্য ক্রমপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিসিকের বার্ষি কসম্মেলন ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

প্রেক্ষাপট

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব

ক) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন

খ) প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান

গ) ওজন ও পরিমাপের ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষ্মতা (Accuracy) নিশ্চিত করণসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকি ও ওজন-পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন

ঘ) Management System Certification কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

বিএসটিআই কাউন্সিল

দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫ এর আওতায় বিএসটিআই কাউন্সিল গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিএসটিআই'র সর্বোচ্চনীতি নির্ধারককর্তৃপক্ষ হচ্ছে বিএসটিআই কাউন্সিল। কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, সহ-সভাপতি এবং সদস্য-সচিব মহাপরিচালক, বিএসটিআই। কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩।

বিএসটিআই'র বাজেট

নিয়মিত সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থার বাজেট প্রণীত হয়। প্রণীত বাজেট অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে প্রণীত বাজেটের মাধ্যমেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

উইং ভিত্তিক কার্যক্রম

বিএসটিআই ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ৬ টি উইং এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপী এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও কক্সবাজারে জেলা অফিস-কাম-ল্যাবেরটরি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমশেষ পর্যায়ে

১. মান উইং

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সংস্থার প্রণীত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অথবা অনুসরণ করে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়।

বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৮০৮টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে। নিম্নে বিগত ০৪টি অর্থ বছর এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মান প্রণয়ন কার্য ক্রমেরপরিসংখ্যান দেখানো হলো

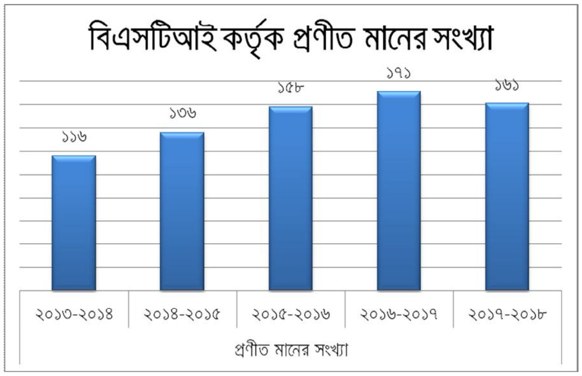

২. পদার্থ পরীক্ষণ উইং

(১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল(২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স এবং (৩) টেক্সটাইল এই তিনটি বিভাগে সিমেন্ট, ইট, এমএসরড, ইলেকট্রিক মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, কটন সুতা, পপলিন কাপড়, গার্মেন্টস পণ্য আমদানিকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্য ক্রমের তথ্য

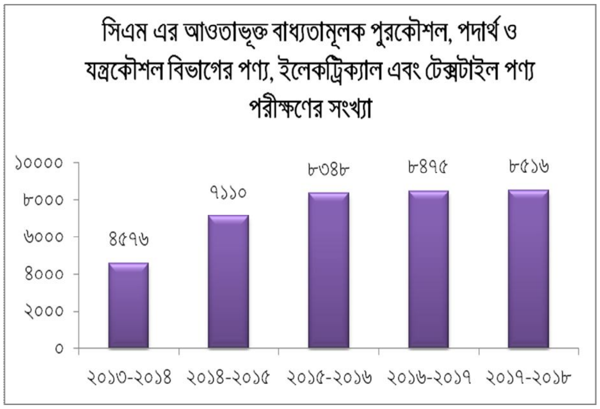

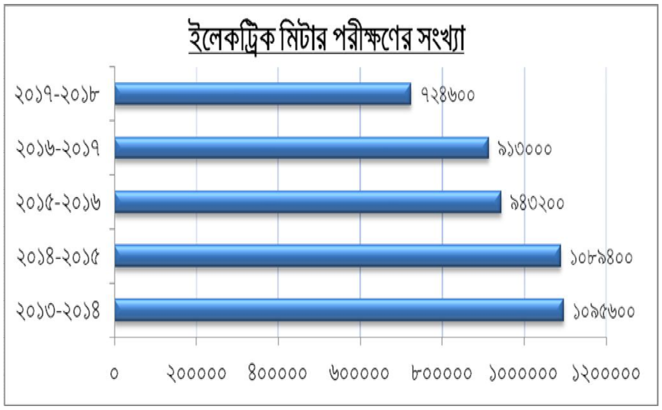

৩. রসায়ন পরীক্ষণ উইং

(১) রসায়ন এবং (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবে দেশে উৎপাদিত এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ কাজ করা হয়। বিগত ০৪টি অর্থ বছরে এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্য ক্রমের তথ্যনিম্নেদেয়া হলো

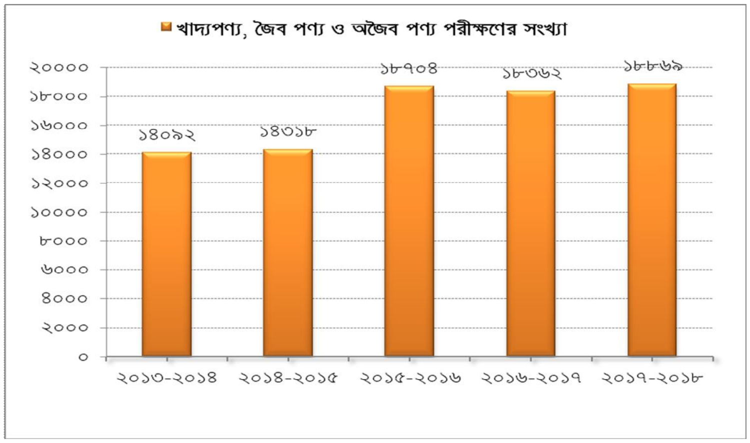

৪. সার্টি ফিকেশন মার্কস্(সিএম) উইং

জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তাস্বার্থ বিবেচনা করে সরকার সময়ে সময়ে এস.আর.ও জারীর মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীকে বিএসটিআই থেকে গুণগত মান সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে থাকে। সিএম উইং বাধ্যতামূলক পণ্যের গুণগত মান সনদ প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকার মৎস্য ও পশু খাদ্য এবং গ্যাস সিলিন্ডারসহ ২৮টি পণ্যকে বাধ্যতামূলক করেছে। মোট বাধ্যতামূলক পণ্যের সংখ্যা ১৯৪টি। এর মধ্যে আমদানি নীতি আদেশের ৫৫টি পণ্যও রয়েছে।

সিএম উইং কর্তৃক সম্পাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) **কার্য ক্রমেরপরিসংখ্যান**

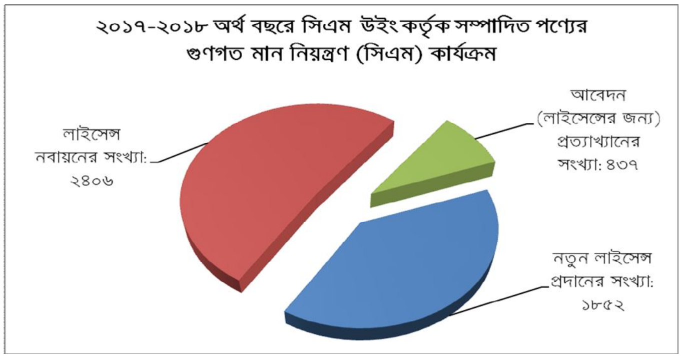

সিএম উইং কর্তৃক সম্পাদিত মোবাইল কোর্ট ও সার্ভি লেন্স টিম পরিচালনার **কার্য ক্রমেরপরিসংখ্যান**

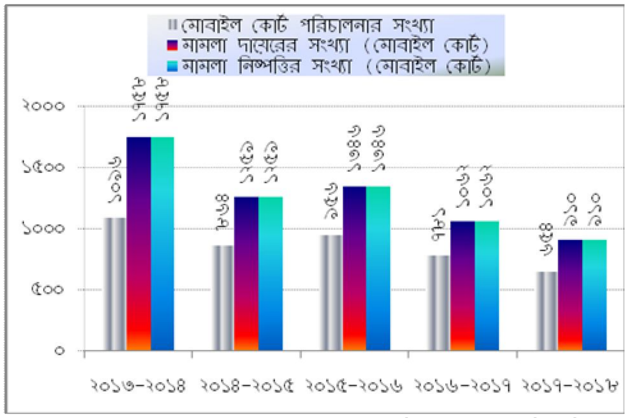

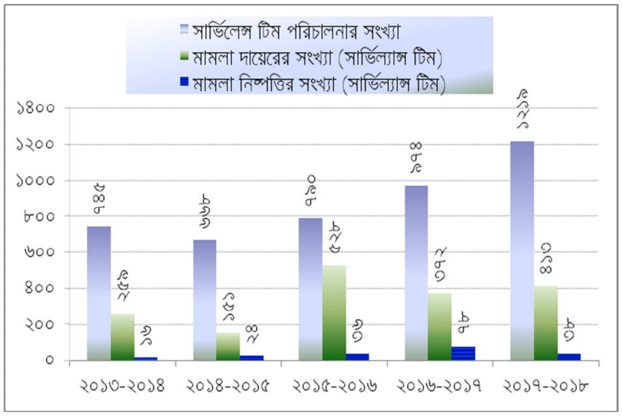

বিএসটিআই পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত কার্য ক্রম

অতি সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ভেজাল, মানহীন ও বিএসটিআই'র অনুমোদনবিহীন জারের পানির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নির্ব াহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর নেতৃত্বে র‌্যাবের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

৫. মেট্রোলজি উইং

মেট্রোলজি উইংয়ের কার্য ক্রমদু'টি শাখায় সম্পাদিত হয়:

১। সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেট্রোলজি: ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে গবেষণাগার ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন করা হয়।

২। লিগ্যাল মেট্রোলজি: ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র যথা: মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেন্সিং ইউনিট, ট্যাংকলরি, স্টোরেজ ট্যাংক, ওয়েব্রিজ, বাট্যখারা, দাঁড়িপাল্লা, ইত্যাদির ভেরিফিকেশন করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদিতমোবাইল কোর্ট ও সার্ভি লেন্স টিম পরিচালনার কার্য ক্রমেরতথ্য:

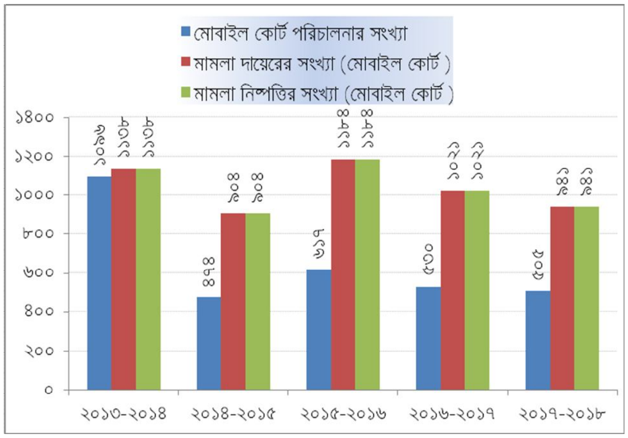

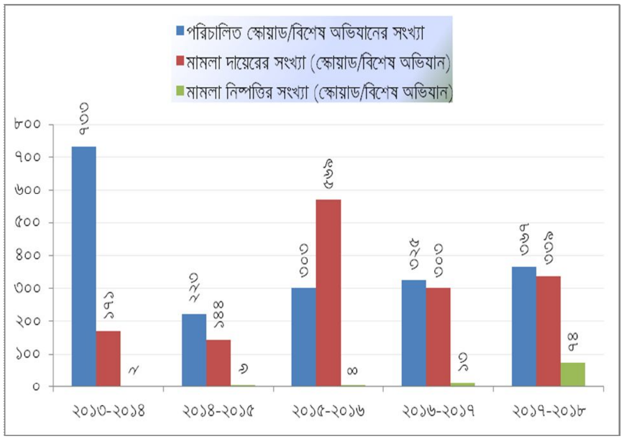

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষনা প্রতিষ্ঠান এবং ল্যাবরেটরি সমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে। উক্ত ল্যাবে স্থাপিত Force Machine-এর সাহায্যে সিমেন্ট, স্টীল, টেক্সটাইল জাতীয় পণ্যের Strength Testing এবং লোডসেল ক্যালিব্রেশন করা হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইতিপূর্বে এ সকল যন্ত্রপাতি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে Calibration করে আনতে হতো।

কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি

বিএসটিআই প্রধান কার্য ালয়েস্থাপিত অত্যাধুনিক কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে স্বর্ণে রবিশুদ্ধতাসহ খাদ্য পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

৬. প্রশাসন উইং

প্রশাসন উইং-এর মাধ্যমে সংস্থার জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃংখলামূলক কার্য ক্রম্ সংস্থার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বাজেট প্রণয়ন ও বিভিন্ন উইংয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্য ক্রমপরিচালনা করা হয়।

Management System Certification কার্য ক্রম

বিএসটিআই থেকে Management System Certification (MSC) Regulation, 2009 এর আওতায় দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 সিস্টেম সার্টি ফিকেশনপ্রদান করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- National Standards Body (NSB) হিসেবে বিএসটিআইর ১৯৭৪ ISO সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই APMP, OIML, BIPM, CICC এর সক্রিয় সদস্য।
- বিএসটিআই WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board, Codex, AFIT এর ফোকাল/এনকোয়ারী পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।

- অতিসম্প্রতি (আগস্ট, ২০১৮) বিএসটিআই IEC-এর সহযোগী সদস্য পদ লাভ করে। ভারত, সৌদি আরব, চীন, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বিএসটিআই'র MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

বিএসটিআই ও চীন এর মান সংস্থার সাথে **MoU**

বিএসটিআই ও তুরস্কের মান সংস্থার সাথে **MoU**

বিএসটিআই ও সৌদি মান সংস্থার সাথে **MoU**

বিএসটিআই ও শ্রীলংকার মান সংস্থার সাথে **MoU**

বর্তমান সরকারের সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-২০১৮)

ল্যাবরেটরিসমূহের এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন

- বিএসটিআই'র ল্যাবসমূহের ও সার্টি ফিকেশনসিস্টেম-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বর্তমান সরকারের সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ফুড, কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল, সিমেন্ট, রড এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের ৪১১টি প্যারামিটার ভারতের National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL) ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে।
- ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির ৬টি ল্যাব Norwegian Accreditation (NA) এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) থেকে Accreditation অর্জন করেছে।

Product Certification-এর এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন

- প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনসিস্টেম এর ১৪টি পণ্য যথা: পাস্তুরিত দুধ, ফ্লেভারড মিল্ক, ফ্রুট ড্রিংক্স, চাটনী, ওয়েফার বিস্কুট, ইন্টারমিডিয়েট প্রোটিন বিস্কুট, এডিবল জেল, ফর্টি ফাইডসয়াবিন তেল, ফর্টি ফাইডরিডিবল পাম অয়েল, ফর্টি ফাইডপাম অলিন, সিমেন্ট, লো-ফ্যাট মিল্ক, সুইটেন্ড কনডেন্সড ফিল্ড মিল্ক, ফর্টি ফাইডরিডিবল রাইস ব্রান অয়েল এ্যাক্রেডিটেশ করেছেন। উল্লেখ্য, ভারত সরকার গত ৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ২১টি পণ্যের বিপরীতে বিএসটিআই থেকে প্রদত্ত সার্টি ফিকেটগ্রহণযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিনা পরীক্ষায় ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। ভারতের National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। আরও ৬টি পণ্য বিনা পরীক্ষায় ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া ভারত সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Management System Certification -এর এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন

দেশের শিল্প কারখানা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিএসটিআই প্রদত্ত Management System Certification (MSC) কার্য ক্রমশুরুর পর্যায়েনরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন (NA) থেকে এবং পরবর্তীতে BAB থেকে এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে।

বাণিজ্য সহজিকরণে চলমান কার্যক্রম

* ASYCUDA WORLD-এ কানেক্টিভিটির মাধ্যমে আমদানিকারকদের পণ্য খালাসে দ্রুত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
* দেশে আমদানি প্রক্রিয়া সহজতর ও অধিকতরি গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন National Single Window (NSW) প্রকল্পে বিএসটিআই Key Stakeholder হিসেবে কাজ করছে।
* NSW প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশন কার্যক্রমকে পূর্ণ মাত্রায় অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিএসটিআই প্রদত্ত সেবা পর্যায়ক্রমে অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য গৃহীত কার্যক্রম

- Billing Software চালু: গত ০৪-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে বিএসটিআই কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকার চার্জ/ফি আদায়ের পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে (https://bstibillingsoft.org).
- CM Wing Automation: 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা' এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ই-ফাইল, ই-টেন্ডারিং, WiFi Zone, ডোমেইন সম্বলিত ই-মেইল আইডি, এস.এম.এস সুবিধা, ই-ক্যাটালগ, ই-ক্যাটালগ তৈরি এবং বিডিএস বিক্রয় কার্যক্রম অনলাইনে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের ভান্ডার ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ

- **ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার**

বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে একই পয়েন্ট থেকে সকল ধরনের সেবা দ্রুত প্রদান করা হচ্ছে। এসএমই শিল্প এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের পৃথক কাউন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- **সেবা সহজিকরণ পুস্তিকা**

সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কার্যক্রম জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে এটুআই'র সহযোগীতায় সেবাসহজিকরণ পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

- **ই-ক্যাটালগ**

এটুআই'র সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এর সহয়তায় জাতীয় মান এর ই-ক্যাটালগ তৈরি এবং অনলাইনে বিক্রির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **ইনোভেটিভ উদ্যোগের স্বীকৃতি**

রমনা থানা এলাকার বিস্কুট পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএম লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম সহজিকরণ' শীর্ষক ইনোভেটিভ আইডিয়া উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসন আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরষ্কৃত করা হয়েছে।

সেবা সহজিকরণের উদ্দেশ্যে বিএসটিআই প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহ এটুআই'র সহযোগিতায় চিহ্নিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

১) রসায়ন পরীক্ষণ উইং ও পদার্থ পরীক্ষণ উইং হতে পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান; ২) ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেশন ৩) ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রপাতি ভেরিফিকেশন; এবং ৪) মোড়কজাতকৃত পণ্যের নিবন্ধন সনদ প্রদান।

বর্তমানে ৪টি টিম উপর্যুক্ত সেবা কার্যক্রম সহজিকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়নে কাজ করছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিএসটিআই'র সকল ল্যাবরেটরিকে পর্যায়ক্রমে এ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত আছে

- বিএসটিআই'র চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক অফিসে আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "Establishment & Modernization of BSTI Regional Offices at Chittagong & Khulna" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে
- "Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 districts)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ এই ৫টি জেলায় বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর অফিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সেখানেঅফিসের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে

BSTI Cox's Bazar Districts Office

BSTI Faridpur District Office

- এছাড়া পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রারণ ও শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে "Expansion and Strengthening of BSTI (At 12 districts)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমেগোপালগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, টঙ্গাইল, পাবনা, রাঙ্গামাটি, গাজীপুর, নরসিংদী, নোয়াখালী এবং বগুড়া জেলাসমূহের বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হবে
- "Establishment of Testing Facilities of Air Conditioner, Refrigerator, Electric Fan & Electric Motor in BSTI" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে যার মাধ্যমে বর্ণিত পণ্যগুলোর মান পরীক্ষার জন্যল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

বিএসটিআই'র ল্যাবে নতুন সংযোজন

নন ডেস্ট্রাকটিভ পদ্ধতিতে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয়, স্টায়ার-টিউব ও হেলমেট পরীক্ষণ, ইনফ্যান্ট ফর্মুলার ভিটামিনপরীক্ষণ, এসি, ফ্রিজ ও ইলেকট্রিক মিটারের Energy efficient level পরীক্ষণ, স্কীন ক্রীমে ক্ষতিকর ইড্রোকুইনিন পরীক্ষা, গার্মেন্টস পণ্যের ক্ষতিকর AZO I Formaldehyde পরীক্ষা, বিএসটিআইতে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের এনএমএল ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান, ভ্রাম্যমান ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান, ট্রান্সফরমার পরীক্ষা, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সিমেন্ট ও ইট পরীক্ষা, সিএনজি মিটার পরীক্ষা, Static watt hour Meter (Pre-paid) পরীক্ষা। Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপন: বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে জার্মানির giz-এর আর্থিক সহায়তায় Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য যেমন: Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়।

বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরেরর মত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর উদ্যোগে গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ বিশ্ব মান দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব মান দিবস-২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন(বিএসটিআই) আয়োজিত 'নান্দিনিক নগরায়নে মান (Standards Make Cities Smarter)' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত(বাঁ দিক থেকে) বিএসটিআই'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল হাসিব, এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ২০মে, ২০১৮ তারিখে তেজগাঁস্থ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক পদ্ধতির এককসমূহের ক্রমবিবর্তন Constant Evolution of the International System of Units (SI)' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৮ উপলক্ষে তেজগাঁস্থ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর মিলনায়তনে আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক পদ্ধতির এককসমূহের ক্রমবিবর্তন Constant Evolution of the International System of Units (SI)' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত বা দিক থেকে বিএসটিআই মহাপরিচালক জনাব সরদার আবুল কালাম কালাম্‌ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ এনামুল হক।

বিএসটিআই'র চলমান প্রকল্প সমূহ

(১) Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 districts)
মেয়াদ: জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা

(২) 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
মেয়াদ: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে৩৩০৬.৬২ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ২৮৭.৪০+ মূলধন ২৩০১৯.২২)

(৩) Establishment of Testing facilities of Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor in BSTI
মেয়াদ: জুলাই, ২০১৪ - জুন, ২০১৬ **জানুয়ারি ২০১৯** (বর্ধিত), প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২০০.০০ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

পরিচিতি

দেশ বিভাগের পর বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে দেশে শিল্প বিকাশের সূচনালগ্নে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রাংশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স সেন্টার (পিটাক) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিটাক দেশের বিকাশমান শিল্পের বহুমাত্রিক চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। বিটাক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর করে থাকে। এছাড়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া এস.এম.ই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র চলমান রয়েছে।

বিটাক-এর রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

রুপকল্প (Vision)

কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদানের উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে (centre of excellence) রূপান্তর।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর; নিরবিচ্ছিন্ন শিল্পোৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (StrategicObjectives)

(১) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষ জনবল/কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
(২) শিল্প কারখানার জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করা;
(৩) গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর;
(৪) সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

কার্যাবলি (Functions)

(ক) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি শিল্পে নিয়োজিত অথবা শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার মানোন্নয়ন করা;

(খ) গবেষণার মাধ্যমে উন্নতমানের পণ্য অথবা প্রযুক্তির উদ্ভাবনপূর্বক হস্তান্তর করা;

(গ) আমদানি বিকল্প খুচরা যন্ত্র অথবা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম গতিশীল করা;

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও দেশীয় কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহারেরলক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা;

(ঙ) সেমিনার, দলবদ্ধ আলোচনা, প্রকাশনা, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রসার ঘটানো; এবং

(চ) কারিগরি ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী সংস্থার সাথে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ও কারিগরি উপদেষ্টা বিষয়ক কার্যে যৌথ কারিগরি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা।

সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন

বিটাকের পরিচালনাও প্রশাসন একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত, পরিচালনা পর্ষদ বিটাকের যাবতীয় কার্য সম্পাদন ওএর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

বিটাক এর পরিচালনা পর্ষ দ গঠন

১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য সচিব
৩.	যুগ্মসচিব (বিটাক ডেক্স) শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	নির্ব াহী পরিষদ সদস্য বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ-সচিব(বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
৯.	সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য

বিটাকের কেন্দ্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ০৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ

সদর দপ্তর ও বিটাক, ঢাকা কেন্দ্র

অবস্থানগত দিক থেকে বিটাক সদর দপ্তর এবং বিটাক, ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র একই আঙ্গিনায় অবস্থিত। তেজগাঁও শিল্প এলাকাস্থ মগবাজার-মহাখালী (শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী) সড়কের পূর্ব পার্শ্বে৪.০০ একর সমতল ভূমির উপর মনোরম পরিবেশে কেন্দ্রটির অবস্থান। বর্তমানে জনবল ২৮১ জন।

বিটাক, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরের পাহাড়তলীস্থ সাগরিকা রোড় সংলগ্ন ৪.১২ একর সমতল ভূমির উপর মনোরম পরিবেশ বিটাক চট্টগ্রাম কেন্দ্র অবস্থিত। এ কেন্দ্রটি ২৯ জুন, ১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জনবল ১০৫ জন।

বিটাক, চাঁদপুর কেন্দ্র

চাঁদপুর জেলা শহরে ৩ কিলোমিটার দূরত্বে কুমিল্লা রোড় সংলগ্ন ষোলঘর নামক স্থানে ৩.০০ একর ভূমির উপর বিটাক, চাঁদপুর কেন্দ্রটি অবস্থিত। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক) এর এআইপিপি প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিটাকের নিকট হস্তান্তর করা হলে ৯ মার্চ, ১৯৭৮ সনে বিটাক, চাঁদপুর কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জনবল ৪১ জন।

বিটাক, খুলনা কেন্দ্র

বিটাক, খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রটি খুলনা বিভাগীয় শহরে খুলনা যশোর সড়ক হতে বাংলাদেশ কেবল শিল্প লি. এর রাস্তা বরাবর ১৫০ মিটার পূর্ব দিকে প্লট নম্বর আর১-৪, কেডিএ শিল্প এলাকায় ৪.০০ একর জমির উপর গাছপালা পরিবেষ্টিত এক মনোরম পরিবেশ অবস্থিত। এ আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ১৯৮৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জনবল ৫২ জন।

বিটাক, বগুড়া কেন্দ্র

বিটাক, বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বগুড়া জেলার প্রবেশ পথে সান্তাহার রোড় সংলগ্ন শহরের নিশিন্দারা এলাকায় ১১.০০ একর সমতল ভূমির উপর গাছপালা পরিবেষ্টিত এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। বর্তমানে জনবল ৪৫ জন।

প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্ম কাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য হলো ''মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন''। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিটাক তার প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন্ দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহব্যাপি এবং ১৫টি ট্রেডে ১-২-৩-৪-৬ সপ্তাহব্যাপি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য অংশীজনের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে কাস্টমাইজড্ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি/বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং টিটিসি/টিএসসি/ভিটিআইসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিটাক হতে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। বিটাকের প্রশিক্ষণে বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ এ আন্তর্জাতিক মানে মার্কেট চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবমুখী কোর্স

কারিকুলাম অনুসরণ করা হচ্ছে বিধায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে স্বস্ব কর্ম ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিটাক হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবপুরুষ/মহিলার বিদেশে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য, ঢাকায় নারীদের জন্য একটি ৫তলা ও পুরুষদের জন্য একটি ৩তলা, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে পুরুষদের জন্য ২তলা, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে পুরুষদের জন্য ১তলা ডরমিটরী ভবন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

নিয়মিত প্রশিক্ষণে ১০৬৮ জন, হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণ পূর্ব ক আত্ম কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষ ক(এসইপিএ) প্রকল্পের আওতায় ১২০০ জন নারী ও ১৪৪০ জন পুরুষ; স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) এর আওতায় ৯৪৪ জনকে; ইন হাউজ প্রশিক্ষণ এর আওতায় বিটাকের ২৬০ জন কর্ম কর্তা/কর্ম চারী; স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (স্টেপ) এর আওতায় ১০৯২ জন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর শিক্ষক; বাস্তব প্রশিক্ষণ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে আগত ২৮১৯ জন ছাত্র/ছাত্রীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হতে এসইপিএ প্রকল্পের আওতায় নারী ২৮৯ ও পুরুষ ৪০৯ জন এবং এসইআইপি প্রোগ্রাম এর আওতায় ১৪১ পুরুষকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেশিনারি/খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত/মেরামতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

বিটাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্তে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্সা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিটাকের ওয়ার্কসপগুলোতে নতুন সিএনসি মেশিনটুল সংযোজন করে সেবা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিটাক কর্তৃক ২৫০টি শিল্প কারখানার জন্য প্রায় ১৮.৮৪ কোটি টাকার আমদানি বিকল্প খচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে আনুমানিক ৭৫.৩৬ কোটি টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে বিটাক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উল্লেখযোগ্য যন্ত্রাংশ হচ্ছে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেটর ও টারবাইনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হিট এক্সচেইঞ্জার, বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জার্নাল বিয়ারিং, পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার এর সিন্থেসিস গ্যাস কুলার, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ এর টারবাইনের থ্রোল্টভাল্ভ, ময়মনসিংহ ১৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রীড এর আউটার ক্ল্যাম্প ও ৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রীড এর ইনার ক্লাম্প, বাংলাদেশ জুট মিলস্ এর নিডেল কোন, টিএসপির জন্য বিভিন্ন সাইজের ক্রোমকাস্টআয়রন পাইপ, পিজিসিবির জন্য বিভিন্ন সাইজের ক্লাম ও কানেক্টর ইত্যাদি।

উদ্ভাবন/ গবেষণা ও উন্নয়ন

টিএসপি, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর জন্য ১ লক্ষ টাকায় ২৯৫০ ও ২২০০ আরপিএম এর দুইটি করে মোট চারটি পিনিয়ন যার আনুমানিক আমদানি মূল্য ৬ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ১টি টেলিস্কোপ যার আনুমানিক আমদানি মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার,ঘোড়াশাল এর জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় ৫টির ১ সেট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্লক যার আনুমানিক আমদানি মূল্য ৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার জন্য ৬৯ লক্ষ টাকায় বুলেট এম্বোসিং ও ক্যানেলুরিং প্রেস মেশিন যার আনুমানিক আমদানি মূল্য ৩ কোটি টাকা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

বিটাক-এর গেইটে মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (**LAN**) বাস্তবায়ন, ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন, ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বিটাকের ওয়েবপেইজ আপডেটকরণ, বিটাকের ফেইজবুক পেইজে বিটাকের সার্বিক কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য ও ছবি আপলোডকরণ এবং ফেইজবুক পেইজে আগত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান, বিভিন্ন কেন্দ্রের সাথে টেলি-কনফারেন্সিংকরণ, ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচরিদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ, সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিটাকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিটাকের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে ক্লাশ রুমগুলোতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ যোগদানের জন্য এসএমএস প্রদান, বিটাকের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ব্যানারের ব্যবহার।

সম্পদসংগ্রহ

বিটাককে আরও গতিশীল করার জন্য ইতোমধ্যেই লেদ, গিয়ারহবিং, ইউনিভার্সেলমিলিং, সেফার, রেডিয়ালড্রিল, পাওয়ার “স”, সিএনসি এনগ্রেভার মেশিনসহ মোট ১২টি মেশিন ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিটাকের সেবার অধিক্ষেত্র

বিটাক উন্নত যন্ত্রপাতি এবং সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ এবং পর্যাপ্ত দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর সমৃদ্ধ। এ সকল যন্ত্রপাতিদ্বারা দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরগণ গুণগতমান বজায় রেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকেন। বিটাক কারিগরি ক্ষেত্রে যে সকল সেবা প্রদানে সক্ষম সেগুলো-

কাস্টিং

কাস্টিং পদ্ধতিতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ফেরাস, ননফেরাস ও উভয় প্রকার মেটাল এর এ্যালয় এর মাধ্যমে যন্ত্রাংশ তৈরি করার জন্য প্যাটার্ণ প্রস্তুতকরণের সকল মেশিনারি, কিউপোলা ফার্নেস ইন্ডাকশন মেল্টিং ফার্নেস টিল্টিং ফার্নেস কোর ড্রায়ারসহ ত্রুটিমুক্ত কাস্টিং এর সকল সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

প্যাটার্ণ শপে প্যাটার্ণ প্রস্তুতকরণ কার্য ক্র

মেটাল কাটিং

মেটাল কাটিং পদ্ধতিতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ তৈরি করার নিমিত্তে বিটাকের বিভিন্ন প্রকার কনভেনশনাল লেদ, কনভেনশনাল মিলিং মেশিন, কপি মিলিং, প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং, পেন্টোগ্রাফ মিলিং, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং, সিএনসি লেদ, সিএনসি মিলিং, সিএনসি মেশিনিং সেন্টার, ডাই সিঙ্ক ইডিএম ও ওয়্যারকাট ইডিএম এর সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন

কাস্টিং, মেটাল কাটিং ও ফর্জিং পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ব্লাঙ্ক, যন্ত্রাংশকে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে সংযোজনের জন্য ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, টিগ ওয়েল্ডিং, মিগ ওয়েল্ডিং, স্পট ওয়েল্ডিং, রেডিয়াল ড্রিল, হাইড্রলিক প্রেস, কম্বাইন্ড কাটার ও শেয়ার মেশিনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

ওয়েল্ডিং শপে ওয়েল্ডিং কার্য ক্র

সারফেস ট্রিটমেন্ট

কাস্টিং, মেটাল কাটিং ও ফর্জিং পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ব্লাঙ্ক, যন্ত্রাংশের গুণাবলী ক্রেতার চাহিদা পুরণের নিমিত্তে সেমিমাফল ফার্নেস সল্টবাথ, টেম্পারিং ফার্নেস কুন্সিংবাথ, কপার, নিকেল, জিংক, ক্যাডমিয়াম, হার্ড ও ব্রাইটক্রোমিয়াম প্লেটিং এর সুব্যবস্থা রয়েছে।

মেটাল এ্যানালাইজার

ফেরাস ও নন-ফেরাস মেটালের কেমিক্যাল কম্পোজিশন স্বল্প সময়ে নিখুঁতভাবে এ্যানালাইসিস করার জন্য স্প্যাকট্রোএ্যানালাইজার রয়েছে।

প্লাস্টিক প্রসেসিং

Polyehtylene (PE), PolyPropylene (PP), Polystylene (PS), Polyvinylene Cholride (PVC) ইত্যাদি পলিমারিক ম্যাটেরিয়ালস প্রসেসিং করার জন্য ইনজেশন মোল্ডিং, ব্লো মোল্ডিং, এক্সট্রুডার, কম্প্রেশন মোল্ডিং ভ্যাকুয়াম ফর্মিং এর সুব্যবস্থা রয়েছে।

মেইনটেন্যান্স

সেবা প্রত্যাশিদের দ্রুত সেবা প্রদানের নিমিত্তে বিটাকে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল, হাইড্রলিক, মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট, অটোমোবাইল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ দক্ষ জনবল রয়েছে। বিটাকের মেশিনারি/যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষনের পাশাপাশি ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স, মেশিন মেইনটেন্যান্স ও অটোমোবাইল মেইনটেন্যান্সের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

মেইনটেন্যান্স শপে মেইনটেন্যান্স কার্য ক্রম

বিটাক উল্লিখিত কারিগরি সেবার সমন্বয়ে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আসছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিটাক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম তৈরি/মেরামত করে ২০১৯.৭৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ২০১৭-২০১৮অর্থ বছরের বিটাকের কেন্দ্রভিত্তিক জব্বে বিপরীতে অর্থ প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নরূপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কেন্দ্রের নাম	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর আয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার(%)
1.	ঢাকা	১১০০.০০	৮৭২.৫৯	৭৯.৩২%
2.	চট্টগ্রাম	৫০০.০০	৪৬২.১২	৯২.৪২%
3.	চাঁদপুর	২১০.০০	২৬৪.৪৬	১২৫.৯৩%
4.	খুলনা	২৪১.০০	১৮২.২৮	৭৫.৬৩%
5.	বগুড়া	১৭০.০০	২৩৮.৩৩	১৪০.১৯%
	সর্ব মোট	২২২১.০০	২০১৯.৭৮	৯০.৯৪%

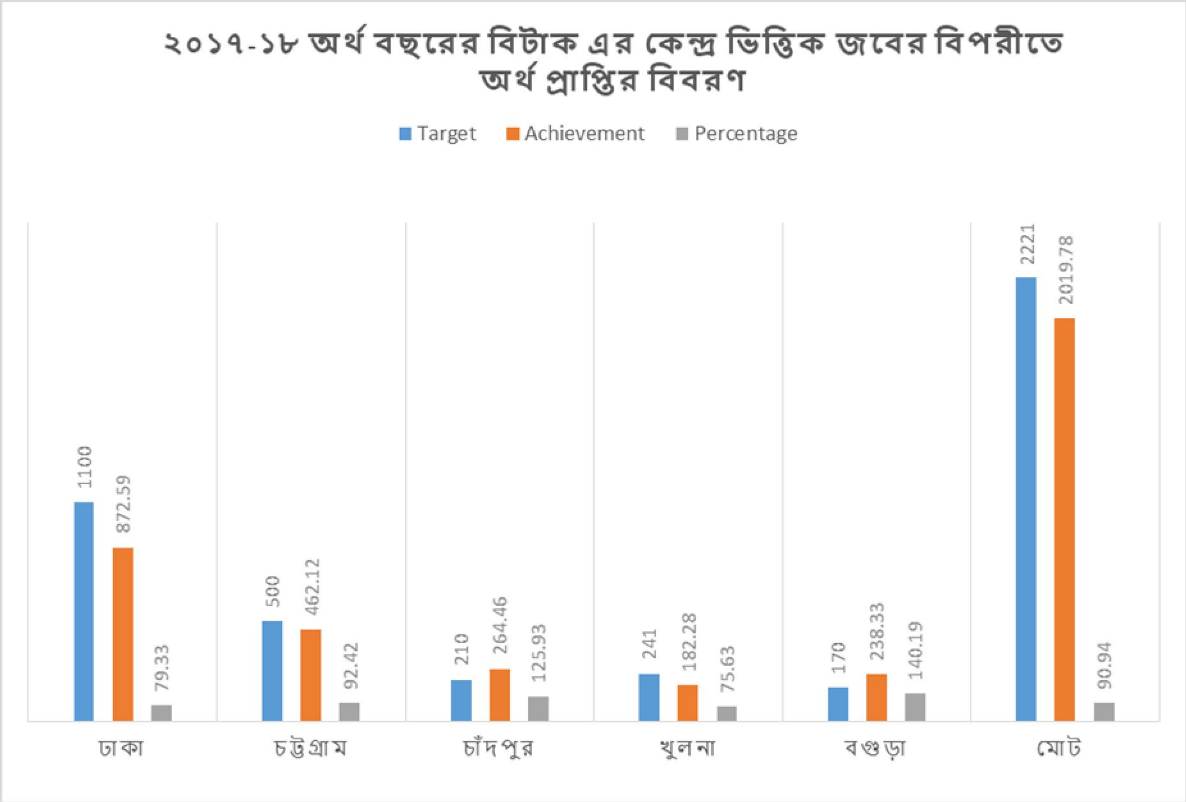

বাই-লজ অনুসারে বিটাক নিম্নোক্ত উৎস হতে তহবিল পেয়ে থাকে;

(ক) সরকারি অনুদান

(খ) সেবা প্রদানের ফিস

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ

ক্রমিক	খাত	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর			
		বাজেট (সংশোধিত) (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শতকরাহার (%)	মন্তব্য
1.	কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের বেত	১৫৩৯.৫০	১৫৩৩.৫০	৯৯.৬১ %	
2.	কর্মকর্তা ও কর্ম চারীদের ভাতাদি	১৭৩৬.৭১	১৬৫০.০০	৯৫.০০%	
3.	সরবরাহ ও সেবা	১৪৯৮.৫১	১৪০০.০০	৯৩.৪২%	
4.	মেরামত ও সংরক্ষণ	২১৮.৮২	২১৮.৪২	৬৯.৪৬%	
5.	কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল	৫৪৮.৫০	৫৪৮.৫০	১০০%	
6.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৯৫০.৪৬	৯৫০.৪৬	১০০%	
	সাহায্য মঞ্জুরী	৩.০০	৩.০০	০%	
7.	মোট রাজস্ব ব্যয়	৬৪৯৫.৫০	৬৩০৩.৮৮	৯৭.০৪%	
8.	সম্পদ সংগ্রহ /ক্রয় (মূলধন ব্যয়)	২৪৪.০০	২৪৪.০০	১০০%	
9.	সর্ব মোট(রাজস্ব ও মুলধন) ব্যয়	৬৭৩৯.৫০	৬৫৪৭.৮৮	৯৭.১৫%	
10.	আয়				
11.	সরকারি অনুদান	৪৫২৯.৫০	৪৫২৯.৫০	১০০%	
12.	নিজস্ব আয়	২২২১.০০	২০১৯.৭৮	৯০.৯৪%	
13.	সর্ব মোট আয়	৬৫৪৯.২৮	৬৫৪৭.৮৮		
14.	সর্ব মোট ব্যয়	৬৭৩৯.৫০	৬৫৪৭.৮৮	৯৭.১৫%	

প্রকল্প বাস্তবায়ন

বাস্তবায়নাধীন টেস্টিং সুবিধাসহ ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট টুল ইনস্টিটিউট ভবন এর ৮ম তলা পর্যন্ত ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাদবাকি কাজ জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

প্রকল্প প্রণয়ন

চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাক এর ৩টি নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ০৪-০৭-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। যার বাস্তবায়ন অতিশীঘ্রই শুরু হবে।বিভাগ পর্যায়ে বিটাক কার্যালয় ¯'vc‡bi কর্ম পরিকল্পনাi Ask wn‡m‡e রংপুর ও বরিশাল বিভাগে কেন্দ্র ¯'vc‡bi নিমিত্তে স্থাপত্য অধিদপ্তরে নকশার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সিলেট বিভাগে বিটাক, সিলেট কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআইএম কাজ করে যাচ্ছে। e¨e¯'vcbvi wewfbœ wel‡q cwk¶Y c`v‡bi †¶‡Î weAvBGg †`‡ki cavb we‡kl we‡klÁ cwZôvb wnmv‡e we‡ewPZ n‡q _v‡K| †`‡ki A_©‰bwZK LvZmg~‡n wb‡qvwRZ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাe¨e¯'vcK‡`i `¶Zv e„w× K‡í ¯'í ও `xN© †gqv`x wW‡cøvgv †Kvm© পরিচালনা করে থাকে।

২০১৭-১৮ সনের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের কর্ম কান্ডের বিবরণ

বিআইএম-এর বার্ষি কপ্রশিক্ষণ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ কোর্সে র ধরণ	২০১৭ -২০১৮				২০১৬-২০১৭	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		অর্জন	
		কোর্সে র সংখ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সে র সংখ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সে র সংখ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	নিয়মিত/ বিশেষ দিবা কোর্স	২৫	২৫০	৩২	৫৩৪	৬৬	১২০৪
২	নিয়মিত / বিশেষ সান্ধ্যকালীন কোর্স	৫৫	৫৫০	৪৫	৭৫৮	৪৭	৮৬২
	মোট	৮০	৮০০	৭৭	১,২৯২	**১১৩**	**২,০৬৬**

এ বছরে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫১.৫% বেশি অর্জিত হয়েছে যদিও কোর্সে র সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩টি কম আর্জিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ বাজার চাহিদার নিরিখে আয়োজন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীর পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে ও স্ব-অর্থায়নেও শিক্ষণার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ -১৮ বছরে অনুষ্ঠিত নিয়মিত ও বিশেষ প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে আর্থি ক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ও সামাজিক খাত ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার সার্ভি সেস বিষয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় নিয়মিত (অর্থাৎ, বার্ষি ক কর্ম সূচিতে অন্তর্ভু ক্ত) প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব না হলে মাসিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিশেষ কোর্স আয়োজন করে তার ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বাড়তি চাহিদাপূরণের স্বার্থে অথবা পরীক্ষমূলকভাবেও কিছু বিশেষ কোর্স সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্য ক্রম

নিয়মিত কার্য ক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরচাহিদা অনুসারে ব্যবস্থাপকীয় **সক্ষমতা** বৃদ্ধির লক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম কর্তা ও ব্যবস্থাপকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর২,৪৭১ জন, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি বাংলাদেশ এর ৭০ জন, দুর্যো গ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর ১২৭ জন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিলএর ৫৯জন , বাংলাদেশ নেভি এর ৬ ০ জন , টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর ৫৯ জন এবং রবি-একজিয়াটা লি. এর ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

এক (১) বৎসর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ব াহীদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিআইএম মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, আর্থি ক ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার সায়েন্স এই ৫টি বিষয়ের উপর দিবা ও সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করছে। এক বৎসরমেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহের২০১৭ সেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে সর্ব মোট৮৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে এবং ৭৩২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।২০১৮ সেশনে এক বৎসর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সংখ্যা নিম্নরূপ

	ডিপ্লোমা কোর্সের সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ঢাকা ক্যাম্পাস	৫	১২	৭২৬
চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস	১	৩	১৬৩
খুলনা ক্যাম্পাস	১	১	৩২
সর্ব মোট	৭	১৬	৯২১

ছয় (৬) মাস মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহ

বাংলাদেশের অর্থ নীতিতে তৈরী পোশাক খাতের গুরুত্বকে বিবেচনা করে২০০৮ সালে সোস্যাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ছয় (৬) মাস মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পরিচালনা শুরু হয়। এ পর্যন্ত এ কোর্সে সর্বমোট ৬৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৭-১৮ সালে ১৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স টিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।২০১৩ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেডএর সহায়তায় 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট মেজর ইন লীন ম্যানুফেকচারিং'-শীর্ষক আরেকটি ছয়(৬) মাস মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে যাতে এ পর্যন্ত সর্ব মোট১১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৭-১৮ মেয়াদে ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স টিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।এ ছাড়াও বিআইএম ২০১৭ -১৮ অর্থ বছরে এ্যাডভান্সড সার্টি ফিকেট কোর্স অনবিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন শীর্ষক ৬ মাস মেয়াদি একটি কোর্স চালু করেছে যার১ম ও ২য় ব্যাচে যথাক্রমে ২২ জন ও ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে যথাক্রমে ১৯ জন ও ২৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং৩য় ব্যাচে ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কার্য ক্রম

আলোচ্য সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত এজেন্সি হিসেবে“ Impact of flash flood across the different income groups & way forward: A case study of haor area- 2017” এবং বাংলাদেশ স্টিল মিল কর্পোরেশন এর বিশেষ অনুরোধে Market Analysis and Feasibility Study for Further Investment by BSEC in Honda Bangladesh Limited শীর্ষক গবেষণা কার্য ক্রম সুসম্পন্ন করেছে। এছাড়াও জাংশন বাংলাদেশ হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে বিআইএম২০১৭-১৮ অর্থ বছরে “Registration Practice of IPRs in Bangladesh” শীর্ষক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছে। গবেষণা খাতে নিজস্ব সীমিত বরাদ্দের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিআইএম-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ “Identifying skills and competencies in entry-level HR Executives: An exploratory study ” এবং “Problems and prospects of HRM practices in Garment Sectors in Bangladesh: An Exploratory Study” শীর্ষক দুটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। তাছাড়াও বিআইএম-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দের তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সেশনে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ আট শতাধিক টার্ম পেপার সম্পন্ন করেছেন। এ সময়কালে বিআইএম-এর 'ম্যানেজমেনট ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক জার্নালের দুইটি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে যাতে বিআইএম-এর অনুষদ সদস্য ও অন্যান্য গবেষকবৃন্দের ১৪টি আর্টি ক্যাল প্রকাশিত হয়েছে।২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিআইএম-এর পরামর্শ সেবা কার্য ক্রমের আওতায় পায়রা সমুদ্র বন্দর, পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্প, পদ্মা সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ সহস্রাধিক চাকুরী প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

বিআইএম অনুষদ সদস্যবৃন্দের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্য ক্রম

বিআইএম অনুষদসদস্যবৃন্দের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির সীমিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, ২০১৭-১৮ বছরে সকল অনুষদসদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ই নথি ম্যানেজমেন্ট, রিফ্রেসার ই- নথি, ট্রেনিং অন এ্যানুয়াল পারফরমেন্স এ্যাগ্রিমেন্ট এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ন্যাশনাল ইনটিগ্রিটি স্ট্রেটেজি-শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিআইএম এর অনুষদসদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিআইএম এ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে, ইন্টারনাল অডিট, কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ইন ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, মাইক্রোসফট অফিস ২০১০, ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর নন ফিন্যানসিয়াল পার্সোনাল, এ্যাডভান্সড টিওটি, অন লাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট, বিজন্যাস কমিউনিকেশন স্কিল, পিপিআর ২০০৮ এ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অন্যতম। বিআইএম-এর ৩ (তিন) জন অনুষদসদস্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে, ৫ (পাঁচ) জন অনুষদসদস্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে ২০১৭ সেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন এবং ১জন অনুষদ সদস্য ভারতে ১৫ মাস ব্যাপী মাষ্টার্স ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টএ অংশগ্রহণ করছেন। তাছাড়াও বিআইএম-এর এক বা একাধিক অনুষদসদস্য বা

কর্ম কর্তা বহিঃপ্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভি স্ এ্যাডভান্সড রিসার্চ ম্যাথডোলজিএ্যাডভান্সড টিওটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের অগ্রগতি

১লা এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বিআইএম এর মহাপরিচালক মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিআইএম এর ই- নথি কার্য ক্রম চালু করেন। এছাড়া, পূর্ব বর্তি সময়ে প্রচলনকৃত পারসোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(পিআইএমএম), স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহে অন-লাইন ভর্তি প্রক্রিয়া, মোবাইল এপস্, অন-লাইন ট্রেনিং ইভালুয়েশন সিস্টেম কার্য কর রয়েছে।

সহযোগিতা কার্য ক্রম সম্প্রসারণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিআইএম- এবং পেটেন্ট, ডিজাইন এ্যান্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর ও রবি-আকজিয়াটা লি. এর সাথে পৃথক দুটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

আলোকচিত্রে ২০১৭-১৮ সালে বিআইএম এর কার্য ক্রম

শিল্পমন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার মধ্যে বার্ষি ক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব আমীর হোসেন আমু, এম.পি - এর উপস্থিতিতে শিল্প সচিব ও বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্ণ রস্এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ এবং বিআইএম-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান এর বার্ষি ক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।

শিল্প সচিব ও বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্ণ রস্এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ এর সাথে বিআইএম-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান এবং সকল অনুষদ সদস্যদের মতবিনিময় সভা।

বিআইএম কর্তৃক আয়োজিত অন লাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব ও বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্ণরস-এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বিআইএম-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান, বিআইএম-এর পরিচালক প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন জনাব ড. পারভীন আহমেদ এবং কোর্স মসন্বয়কারী জনাব মো: এস.এম. আরিফুল ইসলাম (এস.এম.সি.,বিআইএম)।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধা সম্পদ বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা, যা মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একক দায়িত্ব পালনকারী World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগিতায় কাজ করছে। সৃজনশীলতা এবং নব উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও সুরক্ষার জন্য এ অধিদপ্তর 'পেটেন্ট' প্রদান করে থাকে, পণ্য ও পণ্যের প্যাকেজিং এর নান্দনিক সৌন্দর্য সুরক্ষার জন্য'ডিজাইন' এবং পণ্য ও সেবার এর জন্য 'ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক' রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

রূপকল্প (Vision)
মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের সেবা।

অভিলক্ষ্য (Mission)
মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতায় (Innovation) গতি আনয়নসহ কার্যকর ও যুগোপযোগী সেবা নিশ্চিতকরণ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ডিপিডিটির বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নরূপ
ভৌগোলিক নির্দেশক(GI) পণ্য সম্পর্কিত

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের"ইলিশ মাছ" কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে এতে করে এই সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানা স্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখবে আশা করা যায়। রাজশাহীর ফজলি আম সহ অন্যান্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েরনির্দেশনানুযায়ীদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমগ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত ২৮টি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবেনিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সনদ প্রদান

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্ব মোট৩৬০২ টি ট্রেডমার্কস সনদ ও ৩০১৮ টি ট্রেডমার্কস নবায়ন সনদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১০৪৮৪ টি আবেদন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তাছাড়া ৪৬০টি পেটেন্ট ও ৩৭০ টি পেটেন্ট নবায়ন সনদ প্রদান করা হয়। ৮৪৮টি ডিজাইনের সনদ ও ২৭৮টি ডিজাইনের নবায়ন সনদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৯২২ টি ডিজাইন দরখাস্ত পরীক্ষার কার্যক্রমসম্পন্ন করা হয়েছে।

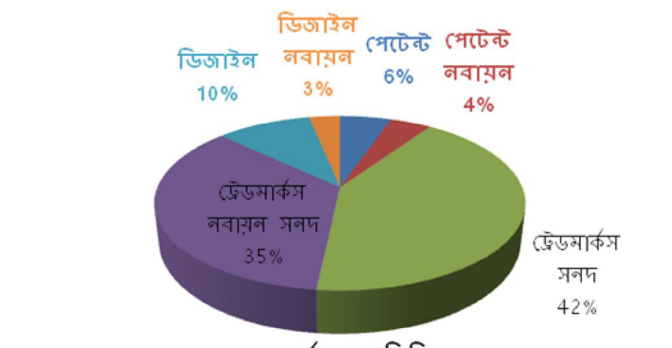

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন সনদ প্রদান

প্রশিক্ষণ

US Patent and Trademark Office (USPTO) কর্তৃক ২৪-২৫ জুলাই, ২০১৭ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ট্রেডমার্কস এক্সামিনারদের ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকরি চাকুরীর মৌলিক বিধানাবলীর উপর মে মাসে ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিআয়োজন করা হয়।

হাই লেভেল ফোরামে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

World Intellectual Property Organization (WIPO) এর উদ্যোগে গত ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে Head of Intellectual Property Office Conference (HIPOC) এবং High Level Forum (HILF) শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কমর্সূচিতে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। WIPO এর Deputy Director General (DDG) Mr. John Sandage বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ০৩ (তিন) দিনের বাংলাদেশ সফরে আসেন। সফরকালীন তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বিআইএম এবং ডিপিডিটি এর মধ্যে MoU (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর

মেধাসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার নিমিত্ত গত ২১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এবং ডিপিডিটি'র মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর উপস্থিতিতে তাঁর দপ্তরে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

সেবা সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপন

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও (২০-২৫ মার্চ সেবা সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপিত হয়। সেবা সপ্তাহে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা কার্য ক্রমসমূহগ্রাহকদের মাঝে তুলে ধরা হয়। সেবাগ্রহীতাদের মাঝে মেধাসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন লিফলেট এবং বুকলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই সেবা সপ্তাহে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস এর জন্য আবেদনকারীদেরকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করেন।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৮ উদযাপন

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এর উদ্যোগে প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯১ টি সদস্য রাষ্ট্রে ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। ২০০১ সাল থেকে এ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন করে আসছে। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য "Powering change: Women in innovation and creativity" কে উপজীব্য করে সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পিকে প্রধান অতিথি এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম.পিকে বিশেষ অতিথি রেখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

রাজস্ব আদায়

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিপিডিটি'র বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫,৬৬,৮১,০০০/- টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিপিডিটি'র রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৮,০০,৪০০০০/- (আঠার কোটি চল্লিশ হাজার) টাকা। পূর্ব বর্তী অর্থ বছর ২০১৬-১৭ এর তুলনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১,৪৫,৭০,২০০/- (এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত) টাকা বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে।

অটোমেশন

২০১৭ সালে ডিপিডিটিকে পূর্ণাঙ্গঅটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এবং ডিপিডিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় মেধাসম্পদ সম্পর্কিত

অনলাইন সেবা IP Tube System অধিদপ্তরের লোকাল সার্ভারে স্থাপন করা হয়েছে এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সর্ব সাধারণেরজন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে যে কোনো স্থান হতে আবেদন গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে SMS ও E-mail এর মাধ্যমে আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর সেবা জনগনের হাতের নাগালে নিয়ে আসার জন্য পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে অনলাইন কার্য ক্রমেরআওতায় নিয়ে আসা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পির উপস্থিতিতে গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) মিলনায়তনে অনলাইন সেবা কার্য ক্রমের আনুষ্ঠানিকউদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টিউৎপা ,দনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষায়িত সংস্থা। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিখাতসহ শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এনপিও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এপিও এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও কাজ করে। এনপিও আমাদের দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের উৎপাদনশীলতা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ ছাড়াও উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজ করে থাকে।

রূপকল্প (Vision) : উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্ব মানের প্রতিষ্ঠান ।

অভিলক্ষ্য (Mission): উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি।

এনপিও কর্তৃক ২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরেসম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য । এনপিও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিসম্পাদন করেছেঃ

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ০২ অক্টোবর তারিখে সারা দেশব্যাপী ২০১৭ ,নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৭ পালন করা হয়েছে। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা'। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এ দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে এনপিও শোভাযাত্রা ও সেমিনারের আয়োজন করে। 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা' শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ প্রধান অতিথি এবং এফবিসিসিআইর সভাপতি জনাব মো. শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৭ এর শোভাযাত্রা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান

নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষ তা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৬ সালের জন্য ১২টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এনপিও। গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে প্রধান অতিথি হিসেবে এ পুরস্কার তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমুএমপি ,। শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য চতুর্থ বারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের জন্য যোগ্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় ৫ ক্যাটাগরিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭" প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে **প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লি., মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.** ও আরএফএল প্লাস্টিকস্ লি.। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লি., প্রাণ ফুডস্ লি. ও গ্রাফিক পিপল। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে রংপুর ফাউন্ড্রি লি. ও সিন্থেটিক এডেসিভ কোং লি.। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একাডেমিক বুক হাউস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি., **ইস্টার্ণ কেবলস্লি.** ও গাজী ওয়্যারস্ লি.।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ প্রাপ্তদের সাথে গ্রুপ ছবি।

এনপিও কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম উদ্বোধন

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীপালনের বছরে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হল সকল সরকারি অফিসে নথি নিষ্পত্তিতে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা। সরকারের এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবেএনপিও তে গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডিজিটাল হাজিরা ও

ই-ফাইলিং কার্য ক্রমউদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। ই ফাইলিং এ ০১-১৫ জুন ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১ম স্থানে এবং ১-৩০ জুন ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ীই ফাইলিং এ ছোট আকারের ৯২ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১ম স্থানে অবস্থান করছে।

ডিজিটাল হাজিরা কার্য ক্রমর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

ই-ফাইলিং কার্য ক্রমর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

এনপিও কার্য ালয়ে শুদ্ধাচারকৌশল বাস্তবায়ন

এনপিও পরিচালকের নেতৃত্বে এনপিওতে শুদ্ধাচার কৌশল সুন্দর ও সার্থ কভাবে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন১২টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান গত ২৮ জুন, ২০১৮ তারিখে ২০১৭-১৮ বছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান,পরিচালক, এনপিও

এনপিও শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নকরে যাচ্ছে । তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৮ জুলাই, ২০১৮ এনপিও কার্য ালয়ে “শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮” প্রদান করা হয়। এনপিও'র গবেষণা কর্ম কর্তা জনাব মোঃ মেহেদী হাসান এবং সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ নূরুল হুদাকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয় । এনপিও পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান তাদের হাতে সনদ তুলে দেন।

এনপিও'র পরিচালক এর নিকট থেকে “শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮” গ্রহণ করছেন এনপিও'র গবেষণা কর্ম কর্তা জনাব মোঃ মেহেদী হাসান এবং সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ নূরুল হুদা

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন) আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান:একটি আন্ত (এপিও)Inter-Governmental Regional Organization)। এর আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে প্রতি অর্থ বছরে সেক্টরভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রোগ্রাম করা হয়ে থাকে । প্রতি বছর বাংলাদেশে এ ধরনের ৩/৪ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়

২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরে এনপিও ৩টি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে এপিও এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো থেকে ৫৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Multi-country Observational Study Mission ICT Innovation in the service Sector" শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (০৭-১০ জানুয়ারি,২০১৮)

এপিও কর্তৃক জুলাই ২০১৭ –জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০১৭২০১-৮ অর্থ বছরেএপিও এর সর্ব মোট৩৭ টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীরা উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন দেশ তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এপিও সদস্য দেশসমূহের গভর্নিং বডিরসদস্যদের নিয়ে প্রতি বছর সদস্য দেশসমূহে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৮ সালে এপিও গভর্নিং বডিরসভা গত ৮-১০ মে ২০১৮ লাও পিডিয়া'র ভিয়েনতিয়েনে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এপিও এর ৬০ তম গভর্নিং বডির সভায়বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং এনপিও এর পরিচালক ও এপিও অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে'উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল", "Increasing Productivity at Work," "কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন", "প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন", "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান ব্যবস্থাপনা", "কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন'' শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের

বিভিন্ন শিল্পসেবা প্রতিষ্ঠানে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪৭টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার মাধ্যমে ২০৮২ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিএপি ফার্টি লাজার কোম্পানী লি. রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রামে প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকটিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্ম সূচি

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। বয়লার শিল্প কারখানার একটি অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র। কোন শিল্প কারখানার বয়লার বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কারখানাটির উৎপাদন ব্যাহত হয়, সেজন্য প্রতিষ্ঠানের নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ কার্যালয় বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার আইন ও বিধিসমূহ অনুযায়ী বয়লার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন, বয়লার আমদানির জন্য ছাড়পত্র (NOC) প্রদান, বয়লার এবং বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করে থাকে।

রূপকল্প (Vision): মানসম্মত ও নিরাপদ বয়লার।

অভিলক্ষ্য (Mission): পরিদর্শন, পরীক্ষণ এবং নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক বয়লার পরিচারনার মাধ্যমে বয়লার এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

- বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়নের সংখ্যা- ৫০৩৯টি
- নতুন বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সংখ্যা- ৭৬২ টি
- স্থানীয়ভাবে তৈরী বয়লারের সনদ প্রদানের সংখ্যা- ৩০৯ টি
- বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদ প্রদানের সংখ্যা- ৪৮৬ জন
- রাজস্ব আয় ৫,৪৭,১৪,০০০/- টাকা।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বয়লার রেজিস্ট্রেশন/নবায়নের সংখ্যা

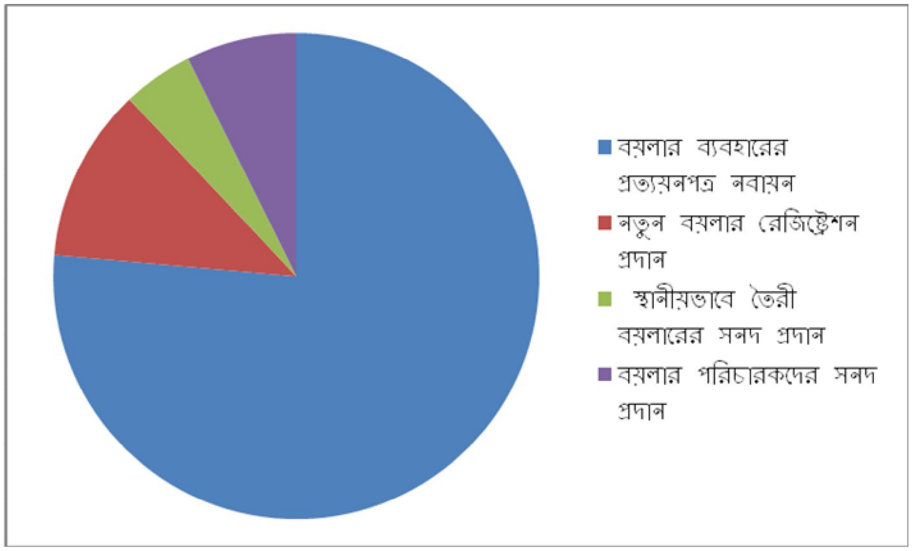

ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বয়লার প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীগণ অতি সহজেই বিভিন্ন ফরম ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। উক্ত দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, ফিস প্রাপ্তির রেকর্ড ও বয়লার এটেনডেন্টদের রেকর্ডের সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে এ দপ্তরের ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে । ওয়েবসাইটে সর্বস্তরের জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফরম, বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য আপলোড করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। স্বয়ংক্রীয়ভাবে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার চালনার সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানো হচ্ছে।ফলে বয়লার ব্যবহারকারীগণ যথাসময়ে ফি পরিশোধ করে বয়লারের সনদপত্র সহজে নবায়ন করতে পারছেন। www.boiler.gov.bd নামে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

১.২ ডাটাবেজ ও এ্যাপস

সকল বয়লারের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েহসাইটে বয়লার নম্বর ইনপুট করে বয়লারের সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখসহ সকল তথ্য জানতে পারেন। সনদপ্রাপ্ত বয়লার পরিচারকদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইটে সনদপত্র নম্বর ইনপুট করে বয়লার পরিচারকদের তথ্য জানতে পারেন। বয়লার বিষয়ক এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিটিআরসির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের নিকট বয়লার বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বয়লার ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। বয়লার দুর্ঘটনা রোধ করার উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে বয়লার স্থাপন, চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারদের সাথে ২০১৭ সালে ০৬ টি ও ২০১৮ সালে ০৩ টি আলোচনা সভা করা হয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রমউদ্বোধন

সকল সরকারি অফিসে নথি নিষ্পত্তিতে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা সংক্রান্ত সরকারের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়েডিজিটাল হাজিরা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রমউদ্বোধন করা হয়।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ডিজিটাল হাজিরা উদ্বোধন

বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়নের উদ্দেশ্যে বয়লার পরিদর্শন

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure), সাজুয্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) উন্নয়ন, দেশীয় পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকরভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড এ সংস্থা পরিচালনা করে। বোর্ডের সদস্যগণ হলেন শিল্প, খাদ্য, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ০২ জন প্রতিনিধি, প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত কোন সনদ প্রদানকারী সংস্থা প্রধান, এসোসিয়েশন অব টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত কোন টেস্টিং ল্যাবরেটরির প্রধান এবং এ সংস্থার মহাপরিচালক। বিদ্যমান আইন অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মহাপরিচালক সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রূপকল্প (Vision): এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য এ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

অভিলক্ষ্য (Mission): আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দক্ষতার সাথে পারস্পরিক/বহুমাত্রিক স্বীকৃতি বজায় রাখা এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে বানিজ্য সম্প্রসারণ, ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধি ও জনস্বার্থ রক্ষা করা।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড **কর্তৃক ২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ**

এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান

বিএসটিআই, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ (এফআইকিউসি) ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঔষধ প্রশাসন এর মত সরকারি পরীক্ষাগারসহ দেশীয় ও বহুজাতিক ৫৪টি টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ২টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং ২টি পরিদর্শন সংস্থাসহ মোট ৫৯ টি প্রতিষ্ঠানকে বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালন

এ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কে অংশীজনদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএবি ২০১১ সাল থেকে ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ পালন করে আসছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ০৯ জুন ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ কে ‘জাতীয় দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করে এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ পালিত হয়েছে।

০৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৮ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা

কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

বিএবি এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান যেমন ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021 এবং 17043 ইত্যাদির উপর বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করে মোট ১৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিএবি১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরকারি, বেসরকারি এবং দেশে বিদ্যমান বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে গুনগত মান ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ২৫৬ কারিগরি ব্যক্তি এবং বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। পূর্বে এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিদেশে থেকে গ্রহণ করতে হতো কিংবা বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা দেশে পরিচালিত হতো। এখন বিএবি’র কর্মকর্তাগণ বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে সক্ষমতা অর্জন করে দেশে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠা করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১, এসডিজি এবং অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র অনুসারে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, সকল শ্রেণীর এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সারাদেশে এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্য ঋণ প্রদান, ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবসায় উন্নয়ন, গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরিু ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

‘৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮’ আয়োজন

চিত্র: ‘৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ও এফবিসিসিআই যৌথভাবে ৪-৮ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচদিনব্যাপী ‘৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৮’ আয়োজন করে। ৪ এপ্রিল ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের ‘হল অব ফেম’ এ অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কে এম হাবিব উল্লাহ, চেয়ারপার্সন এসএমই ফাউন্ডেশন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), সভাপতি, এফবিসিসিআই।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ‘৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮’ এর শুভ উদ্বোধন

মেলায় সারা দেশ থেকে ২৭১ টি এসএমই প্রতিষ্ঠান ২৭৭টি স্টলে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মেলায় মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র, ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, স্পন্সর ও ব্যাংকসহ আরও ১৭টি স্টল ছিল। মেলায় ৬৮.২% নারী, ৩১.৪% পুরুষ এবং

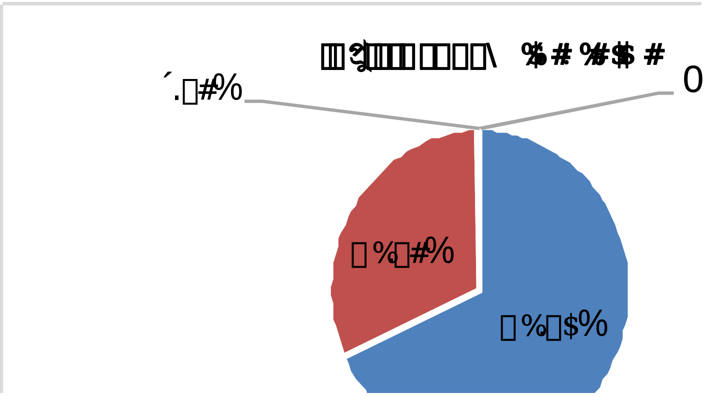

০.৪% তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় দেশে উৎপাদিত পাটজাত পণ্য, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হারবাল পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক পণ্য, হস্তশিল্প পণ্য, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যারপণ্যসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত ও বিক্রয় করা হয়। মেলায় ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় ও ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পাওয়া যায়। মেলার পাশাপাশি ‘ব্যবসা সম্প্রসারণে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় (৬ এপ্রিল ২০১৮, বিআইসিসি), ‘E-commerce Market: Facilitating Small Start-ups to Grow’ (৬ এপ্রিল ২০১৮, বিআইসিসি) এবং ‘Relevance of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises (SMEs) (৮এপ্রিল ২০১৮, বিআইসিসি) শীর্ষ কতিনটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিকউন্নয়নে দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদান ও অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন পুরুষ ও নারী ক্যাটাগরিতে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০১৮’ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জুরি বোর্ড চূড়ান্তভাবে নিম্নোক্ত চার ক্যাটাগরিতে পাঁচজন উদ্যোক্তাকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচনকরে।

ক্র.	ক্যাটাগরি	উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান	ঠিকানা	পণ্য/সেবা
১	বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী)	সাহিদা পাভীন বিসমিলাহ ড্রিমস সলিউশন	ফ্ল্যাট-বি, ব-৮৪/বি, ওটার ভ্যালি, দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।	শোপিস, চটের স্যান্ডেল পোটট্রেট, ব্যাগ, ম্যাট, অফিস ষ্টেশনারী তৈরি।
২	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী)	মাকসুদা হাসনাত শতদল হস্তশিল্প	শতদল ভবন:১২২/১, আমলাপাড়া, পো:+উপজেলা+জেলা: জামালপুর	হস্তশিল্পজাত পণ্য।
৩	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ)	মোঃ শাহাব উদ্দিন দোয়েল ইন্টারন্যাশনাল	৬৫/২, হাজারীবাগ ট্যানারী এরিয়া, ঢাকা।	লেদার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
৪	বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ)	মোঃ গাজী তৌহীদুর রহমান এফ.এম. প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	কারখানা-১: গ্রামঃ পুরান্দিয়া, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদি।	ডিসপোজেবল প্লাস্টিক গ্লাস, কাপ, প্লেট, ফুড ট্রে, বিস্কুট ট্রে, বিলস্টার প্যাকেজিং।
৫	বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ)	এ.কে.এম ফাহিম মাশরুর বিডিজবস ডট কম লি.	৯তলা, পশ্চিম বিডিবিএল বিল্ডিং১২, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।	তথ্য প্রযুক্তি সেবা।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্ম সম্পাদনচুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র : শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্ম সম্পাদনচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

২০শে জুন ২০১৮, প্রথমবারের মতো শিল্প মন্ত্রণালয় এর সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্ম সম্পাদনচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আলহাজ আমির হোসেন আমু. এমপি। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাংক্ষিত লক্ষ্য

অর্জন, সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্ম সম্পাদনব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

Dissemination Program of 'Study on SoftwareDevelopment Sector in Bangladesh'

'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬' এ আইসিটি/সফটওয়্যার শিল্পকে উচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন আইসিটি বা সফটওয়্যার খাতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাপূর্ব কভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণেএই খাতের ওপর একটি স্টাডি পরিচালনা করেছে। ২৬৯টি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের জরিপ প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ, FGDs এবং Primary Dataথেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়। স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের সফট্ওয়্যার খাতের উন্নয়নে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। গত ৬ জানুয়ারি ২০১৮ এসএমই ফাউন্ডেশনের কনফারেন্সরুমেপরিচালিত সমীক্ষা বিষয়ে 'Dissemination Program of 'Study on Software Development Sector in Bangladesh' অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং বিশেষ অতিথি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদেরসদস্য আবুল কালাম ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. রোকনুজ্জামান স্টাডি রিপোর্ট সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

সেমিনার

এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের ফ্যাক্টরিং ফাইনান্স সম্মন্ধে আরো বেশি সচেতন করে তোলা ও এসএমই অর্থায়নেএ সেবার সম্ভাবনা গ্রাহক ও ব্যাংকারদের অবহিত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ফাইনান্স এন্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস উইংয়ের উদ্যোগে ০৮ এপ্রিল ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'Relevance of Factoring for Financing Small & Medium Enterprise (SME)' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, চেয়ারপার্সন্ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিও সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক। সেমিনারে সকল ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও উদ্যোক্তা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সকলব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীও এসএমই প্রধানসহ এসএমই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, অ্যাসোসিয়েশন, উদ্যোক্তা নেতৃবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: Relevance of Factoring for Financing Small & Medium Enterprise (SME) শীর্ষকসেমিনার

ব্যবসা সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষ কসেমিনার আয়োজন

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধে কনারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে অর্থ নৈতিককার্য ক্রমেসম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই বাস্তবতায়, স্বল্প পুঁজি নির্ভ রক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত নারীর উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং অধিক কর্ম সংস্থানসৃষ্টির পথ সুগম করার লক্ষ্যে ০৬ এপ্রিল ২০১৮ ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র তত্ত্বাবধানে 'ব্যবসা সম্প্রসারণে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষ কসেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব ড. জায়েদ বখত্ এবং জারমার্ট জলিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস ইসমাত জেরিন খান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম।

চিত্র: 'ব্যবসা সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষ কসেমিনার

'E-commerce Market: Facilitating Small Startups to Grow'শীর্ষ কসেমিনার আয়োজন

ই-কমার্স সুবিধার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকায় 'E-commerce Market: Facilitating Small Startups to Grow' শীর্ষ কসেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এম. রোকনুজ্জামান,অধ্যাপক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। উপস্থাপিত মূলপ্রবন্ধে উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স ব্যবহারের সুবিধা এবং ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন খাতের প্রায় ১৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

Guangdong Maritime Silk Road International Expo' তে অংশগ্রহণ

দেশের পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ২১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ চীনের গুয়াংডং এ'2017 Guangdong Maritime Silk Road International Expo' মেলায় অংশগ্রহণ করে। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্বাচিতচারজন উদ্যোক্তা এই মেলায় সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন এসএমই পণ্য (চামড়াজাত পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস্, পোশাক, নকশিকাঁথা ইত্যাদি) এ মেলায় প্রদর্শিত হয়। এ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই পণ্য সরবরাহের অর্ডারপেয়েছেন।

আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য ফাউন্ডেশন জাতীয় এসএমই মেলার পাশাপাশি প্রতি বছর 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' আয়োজন করে। স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বিসিক, নাসিব, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে তাঁদের সহযোগিতায় এসএমই ফাউন্ডেশন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮টি বিভাগের ১৫টি জেলায় সাতদিনব্যাপী 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' আয়োজন করে। পনেরটি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় ৭৬৬টি এসএমই প্রতিষ্ঠানের ৮৫২টি স্টল ছিল। এসব মেলায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় হয় এবং ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডারপাওয়া যায়।

চুক্তি স্বাক্ষর

দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বল্পসুদে জামানতবিহীন ঋণ বিতণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্রেডিট হোলসেলিং নামক একটি বিশেষ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার অংশ হিসেবে ফাউন্ডেশন পাবনা জেলা সদরে অবস্থিত পাবনা এসএমই হোসিয়ারি ক্লাস্টারে ঋণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্লাস্টারটিতে ঋণবিতরণের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন গত ১৭জুলাই২০১৭ রোজ সোমবার সাউথইস্ট ব্যাংক লি.-এর সাথে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার একটি প্রাক অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই অর্থ ক্লাস্টারটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হবে। চুক্তির আওতায় উদ্যোক্তা পর্যায়ে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে।

চিত্র: চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) মূল লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। সরকার অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে এসএমইকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হতে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবার ক্ষেত্রে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ জন্য সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসএমই কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এসএমইদের উন্নয়নে করণীয় দিকনির্দেশনাসহ একটি পৃথক অনুচ্ছেদ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংযোজন করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ে ধারণা প্রদান, সচেতনতা তৈরি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েব পোর্টাল

সারাদেশে সুষম শিল্পায়নের অগ্রযাত্রা বেগবান করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৭৭টি সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ১২টি ক্লাস্টার উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্লাস্টারসমূহ ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্লাস্টারের ওয়েব পোর্টাল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওয়েব পোর্টালসমূহে ক্লাস্টার পরিচিতি, ক্লাস্টার ম্যাপ, ক্লাস্টারে উৎপাদিত উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবাসমূহ, উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল, পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রাদি, এসএমই এসোসিয়েশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যসহ উক্ত ক্লাস্টার উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এসএমই ফাউন্ডেশন হতে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ এ ৪ (চার)টি ক্লাস্টারের ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং কর্মশালা

রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান এবং ঋণ বিতরণে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের সহযোগিতায় গত ০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটিতে 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' শীর্ষক দুইদিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক/শাখা প্রধানগণ, চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ এবং এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা

নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন ২০১৮ আয়োজন

নতুন নারী-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্যের সাপ্লাই সোর্স অনুসন্ধানে সহায়তা প্রদানের অংশ হিসেবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকাস্থ মাইডাস সেন্টারে ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র তত্ত্বাবধানে 'ক্রেতা-বিক্রেতাসম্মিলন২০১৮' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৮ জন নারী উদ্যোক্তা তাদের তৈরীকৃত পণ্য প্রদর্শন করেন এবং ৫০টি প্রতিষ্ঠিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। সম্মিলনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাগণ দেশের প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন হাউসগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং বর্তমানে চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহ করছেন।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা কর্মশালা-কিশোরগঞ্জ

নারী উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক ঋণপ্রাপ্তির পথ আরও সুগম করার উদ্দেশ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন অনুবিভাগের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'Gender Sensitizing Training for the Bankers' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, কিশোরগঞ্জ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং নাসিব-কিশোরগঞ্জের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি ১৯ মার্চ ২০১৮ কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: জেন্ডার সংবেদনশীলতা কর্ম শালা,কিশোরগঞ্জ

বিজনেস রেজিস্টার প্রণয়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কিত তথ্যবলী সহজলভ্য করার লক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমীর হোসেন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এস এম ই) ফাউন্ডেশন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেরকর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত অর্থ নৈতিক শুমারি ২০১৩ এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তথ্যভান্ডার (ডাটাবেইজ) তৈরি করেছে। প্রস্তুতকৃত তথ্যভান্ডারটি এসএমই পরিসংখ্যান (SME Statistics) নামে ফাউন্ডেশনের ওয়েবপোর্ট াল্েপ্রকাশ করা হয়েছে। তথ্যভান্ডার হতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা, শিল্পে নিয়োজিত জনবল, শিল্পের মালিকানার ধরণ, নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য, খাত সম্পর্কিত তথ্য, কর্ম সংস্থানের ধরণসহ অন্যান্য তথ্যাদি জানা যাবে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং বাজারসম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএম ই ফাউন্ডেশন অনলাইন ভিত্তিক প্রোডাক্ট ডাটাবেস তৈরি করেছে। উক্ত প্রোডাক্ট ডাটাবেস ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সমূহ সহজেই বিশ্বব্যাপী পণ্যের বিপণন করতে পারবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা সিস্টেমটিতে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্যের তথ্য প্রদান করতে পারবেন।

চিত্র: সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইটিসি ট্রেড ম্যাপ ও মার্কেট এক্সেস ম্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার খোঁজা শীর্ষ কপ্রশিক্ষণ আয়োজন

গত ১৫-১৭ মে ২০১৮ এ এসএমই ফাউন্ডেশনের কম্পিউটার ল্যাবে'আইটিসি ট্রেড ম্যাপ ও মার্কেট এক্সেস ম্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার খোঁজা' শীর্ষ ক১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২০ জন এসএমই উদ্যোক্তা/ রপ্তানী কাজে নিয়োজিত কর্ম কর্তাবৃন্দ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্ম সূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এর মার্কেট অ্যানালাইসিস টুল এর ব্যবহার দেখানো হয় এবং এর মাধ্যমে তাঁদের উৎপাদিত এসএমই পণ্যের সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজার খুঁজেবের করা এবং বিশ্লেষণ করা শেখানো হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ওবায়দুল আজম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

চিত্র: 'আইটিসি ট্রেড মেপ ও মার্কেট এক্সেস ম্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার খোঁজা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চিত্র: সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ওবায়দুল আজম

উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা পর্যায়েরউদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্যোক্তাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এপ্রিল-জুন'১৮সময়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন ট্রেডবডিজ এর সহায়তায় ৩৩ টি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় ১৩দিন ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রশিক্ষণে নারী ও পুরুষসহ ৩০জন উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের প্রথম ৩দিন প্রশিক্ষণার্থীগণ "নতুন ব্যবসা তৈরি" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী ১০ দিনে তারা "চামড়াজাত পণ্য তৈরি" বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন ভৈরব পাদুকা ক্লাষ্টার পরিদর্শন করে স্যান্ডেল ও বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত পণ্য তৈরির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণার্থীগন গ্রুপ ভিত্তিতে কারখানা গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এসএমই পণ্যের ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অর্থনৈতিকউন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ তাদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য বিপণনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ই-কমার্স সুবিধা ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ সহজেই বিশ্বব্যাপী পণ্যের বিপণন করতে পারে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ই-কমার্স ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।এপ্রিল-জুন ২০১৮ এ ফাউন্ডেশন ই-কমার্স বিষয়ক ০৬টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঢাকা ও অন্যান্য জেলায় আয়োজন করেছে এবং এতে প্রায় ১২০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

'বেকারিশিল্পে সঠিক উৎপাদনরীতি অনুশীলন' প্রশিক্ষণ

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে গত ৯-১১ মে ২০১৮ হবিগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এ হবিগঞ্জ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারী প্রস্তুতিকারক সমিতির ২৫ জন এবং ২৭-২৯ মে ২০১৮ ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এ ময়মনসিংহ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারী প্রস্তুতিকারক সমিতির ২০জন উদ্যোক্তা/প্রতিনিধিকে ৩ দিনব্যাপী 'বেকারিশিল্পে সঠিক উৎপাদনরীতি অনুশীলন' (Good Agricultural Practice in Bakery Industries) শীর্ষকপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিএসটিআই এর একজন মনোনীত প্রতিনিধি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সরকার নির্দেশিতবাধ্যতামূলক বিধিবিধান/নীতিমালা বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন।

এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প/কাইজেন বাস্তবায়ন

শিল্প বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও গুনগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপানী দর্শন 'কাইজেন' আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের এসএমই'দের টেকসই উন্নয়নে তাদেরশিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন এর সুফল বয়ে আনতে 'এসএমই'তে কাইজেন' শীর্ষক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্লাষ্টিক, হালকা প্রকৌশল ও পেপার কাপ সেক্টরের ০৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মত প্রতিষ্ঠানপ্রতি একটি করে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প/কাইজেন বাস্তবায়নে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্লাষ্টিক সেক্টরের প্রতিস্ঠান এফ এম প্লাষ্টিক ইন্ডাঃ লি. এর 'ভেজালমুক্ত কাঁচামাল ব্যবহার করে ফিল্টারের পরিবর্তন কমিয়ে কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' শীর্ষককাইজেন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটি বাৎসরিক প্রায় ২৫,০০০/- মূল্যের ফিল্টার সাশ্রয়, বাৎসরিক ১০৪ কর্মঘন্টা ডাউন টাইমজনিত অপচয় হ্রাস এবং অপচয়জিনত ডাউনটাইম কাজে লাগিয়ে বাৎসরিক অতিরিক্ত ১০,৪০০ কেজি শিট এক্সট্রুশনে সক্ষম হবে।

সম্পাদনা পরিষদ

১।	জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব	আহবায়ক	
২।	জনাব আবুল কাসেম, অতিরিক্ত সচিব	সদস্য	
৩।	মিজ্ লুৎফুন নাহার বেগম, অতিরিক্ত সচিব	সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম যুগ্মসচিব	সদস্য	
৫।	মিজ্ ফেরদৌসী বেগম, উপসচিব	সদস্য সচিব	

প্রতিবেদন সংকলন: ই-গভ: আইসিটি ও এমআইএস অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়